লেখকের লিখিত গ্রনহাবলী

১। তোহফায়ে কালিমী (যিকির সম্পর্কিত)।

২। মুনকাশিফ (মুনশায়েব এর শারাহ)।

৩। কাশফুল আদাব (ফায়যুল আদাব এর শারাহ) প্রথম খন্ড।

৪। আযীযুল আদাব (মাজানীয়ুল আদাব এর শারাহ)।

৫। এতেকাফের নিয়ম ও মসায়েল।

৬। নাগমাতে কালিমী (নাত ও গজলের বই) ।

৭। নাগমাতে আযীযী।

৮। তাযকেরায়ে মাশায়েখে পান্ডুয়া।

৯। ইলম এবং আলেমসম্প্রদায়।

১০। ভূমিকম্পের কারণ ও পূর্ববর্তী আযাবের বিবরণ।

১১। ইমামের অনুসরণে ক্বেরাতের হুকুম।

১২। আ'লা হযরত-এর মহান ব্যক্তিত্ব।

প্রকাশকঃ- আল-আমীন ফাউন্ডেশন
কাহালা, মোথাবাড়ি, কালিয়াচক, মালদা, Mob.: 9093697469

ভূমিকম্পের কারণ ও পূর্ববর্তী আযাবের বিবরণ।

লেখকঃ-
আযীযে মিল্লাত মুফতী **মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী**
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা
শিক্ষকঃ- মাদ্রাসা গাওসিয়া ফাসিহীয়া মাদিনাতুল উলূম,
খালতিপুর, থানা-কালিয়াচক, জেলা-মালদা।
Mob. 9734135362

প্রকাশকঃ- আল-আমীন ফাউন্ডেশন
কাহালা, মোথাবাড়ি, কালিয়াচক, মালদা, Mob.: 9093697469

ভূমিকম্পের কারণ
ও
পূর্ববর্তী আযাবের বিবরণ

লেখক

আযীযে মিল্লাত মুফতী মোঃ আব্দুল আযীয কালিমী
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা।
মোবাইল নং– ৯৭৩৪১৩৫৩৬২
শিক্ষক ঃ– মাদ্রাসা গাওসিয়া ফাসিহীয়া মাদীনাতুল উলূম
খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা।

-ঃঃ পরিমার্জনায় ঃঃ-

মাষ্টার **মোঃ ইলয়াস আলী**
বাহাদুর পুর, কালিয়াচক, মালদা।
শিক্ষকঃ- আব্বাসগঞ্জ হাই মাদ্রাসা (উঃমাঃ)
মোথাবাড়ী, কালিয়াচক, মালদা।

প্রথম প্রকাশ ঃ- জুলাই ২০১৬

প্রকাশন সংখ্যা ঃ ১১০০ কপি

মূল্যঃ [ ] টাকা মাত্র।

-ঃঃ অক্ষরবিন্যাস ঃঃ-

আশরাফিয়া কম্পিউটার প্রিন্ট
প্রোঃ **মোহাঃ সামিম আখতার**
স্থানঃ মোথাবাড়ী (লাবু মোড়), কালিয়াচক, মালদা।
মোবাইলঃ- ৯৮৫১৭৮৪৫৭৭

-ঃঃ সহযোগিতায় ঃঃ-

মাওলানা জিয়াউল হক সাকাফী
উত্তর দারিয়াপুর, কলিয়াচক, মালদা।
মোবাইলঃ ৯৬০৯০২০০৫১

উৎসর্গ

- গাওসে সামদানী, কুতবে রাব্বানী, বড় পীর **হযরত আব্দুল কাদের জীলানী**, বাগদাদী।
- সুলতানুল হিন্দ, আতায়ে রাসুল হযরত **খাজা মঈনুদ্দিন চিস্তী** সাঞ্জারী আজমিরী, রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম।
- আয়েনায়ে হিন্দ **আখী সেরাজুদ্দিন** উসমান আউধী সাদুল্লাহপুর, মালদা।
- সাহবানুল হিন্দ হুযূর সায়্যেদ শাহ **আবুল ওফা ফাসিহী** গাযীপুরী, (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন)।
- সমস্ত **শিক্ষক মন্ডলীগণ** যাদের অশেষ করুণার দ্বারা এই অধম ধর্মের খেদমত করার সুযোগ পেয়েছে।

এবং

আমার গোত্রের ছোট বড় সকল, বিশেষ করে আমার দাদা, দাদী এবং ভাই বোন যারা ইহকাল ত্যাগ করে পরকাল গমন করেছে। তাছাড়া আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাতা ও পিতা যাদেঁর নেক দোয়া ও স্নেহের দ্বারা এই অধম লালিত-পালিত হয়েছে।

আমি আমার লেখনীর দ্বারা সঞ্চিত ও অর্জিত সমস্ত নেকী তাঁদের জন্য উৎসর্গ করলাম।

ইতি-

মোঃ আব্দুল আযীয কালিমী
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা।
২, রমযান ১৪৩৬ হিঃ
২০ জুন ২০১৫ খ্রীঃ রোজ শনিবার।

অভিমত

বাংলার গৌরব শেরে রাযা মুনাযিরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা **মুফতি মোঃ আলিমুদ্দিন রেজবী** (আতালাল্লাহু তা-আলা উমরাহু অ-ফাযলাহু)

এফ.ডি.এন., এম.এম., এম.এ., বি.এড.।

শিক্ষকঃ **নাইত শামসেরিয়া হাই মাদ্রাসা**

রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর, মুরশিদাবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের তরুন লেখক দারসে নিযামিয়ার দক্ষ শিক্ষক ফাযিলাতুশ শাইখ আযীযে মিল্লাত হাযরাতুল আল্লাম মুফতি মোঃ আব্দুল আযীয কালিমী মাদ্দাযিল্লাহুল আলি বিরচিত "ভূমিকম্পের কারন ও পূর্ববর্তী আযাবের বিবরণ" নামক পুস্তকটি মোটামোটি ভাবে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই ধরণের কোন পুস্তক আছে বলে আমার মনে হয়না। বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন না হলে ও পুরনো দানাগুলি কে নতুন সুতোই গাঁথার চেষ্টা অবশ্যই করা হয়েছে এই পুস্তকটিতে। বইটির ভাষা, ভাব ভঙ্গিমা তথা মূল বিষয় বস্তুর পরিবেশন পদ্ধতি খুব সহজেই পাঠক মহলের দৃষ্টি আর্কষণ করবে বলে আমি আশাবাদী।বইটির নাম শুনেই আমি খুব আনন্দিত। বিষয়টি নিয়ে বইটিতে একটি ভূমিকা লেখার ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু দির্ঘ্য একমাস যাবৎ অসুস্থ থাকার কারণে সেটা সম্ভব হলো না। পরিশেষে লেখকের সর্বাঙ্গিন মঙ্গল ও বইটির ব্যপক প্রচার কামনা করি।

ইতি-

খাদিমে মাসলাকে আলা হযরত

মুফতি মোঃ আলিমুদ্দিন রেজবী

রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর, মুরশিদাবাদ।

তাং- ২৯/০৬/২০১৬

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকম্প	৩
২	ভূমি কম্পের বার্তা	৫
৩	অবাধ্যতাই ভূমিকম্পের কারণ	৬
৪	বেদনা দায়ক শাস্তি	৭
৫	ভূমি কম্পে আক্রান্ত	৯
৬	বিভিন্ন আযাবের মুখাপেক্ষী	১১
৭	প্লাবনে ধ্বংস	১৬
৮	১৫টি অসৎ কাজে লিপ্ত হলে আযাব অবতীর্ণ হবে	২০
৯	১৫-রমযানে এক বিকট আওয়ায	২৩
১০	গজল	২৪
১১	প্রবৃত্তিই সকল নিকৃষ্ট কর্মের উৎস	২৪
১২	প্রবৃত্তির বিনষ্টতাই সাফল্যতা	২৬
১৩	নফসের জেহাদ	২৮
১৪	প্রবৃত্তির বিরোধিতা করলে রহমত বর্ষণ হয়	২৯
১৫	সুগন্ধময় মানুষ	৩০
১৬	অবিলম্বে তাওবা করুন	৩২
১৭	তাওবার তাৎপর্য	৩৩
১৮	তাওবায়ে নাসূহা	৩৪
১৯	তাওবার শর্তসমূহ	৩৪
২০	অসতি মহিলার তাওবা	৩৫
২১	স্বেচ্ছায় শাস্তি ভোগ	৩৭
২২	উপদেশ মূলক দৃষ্টান্ত	৩৮
২৩	শুন হে মন ও জন !	৩৮
২৪	গজল সমূহ	৪১-৪৪

ভূমিকম্প

بسم الله الرحمٰن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوٰة والسلام على من كان نبيا وآدم بين المآء والطين و علىٰ اله و صحبه اجمعين اما بعد

ভূমিকম্প এবং ঝর্ণা প্রস্ফুটিত হওয়ার কারণ বিজ্ঞান মতে। জমির মধ্যে জলের সঙ্গতার কারণে কখন শূন্যতা জন্ম নেয়, যাতে বাতাস তাপ এবং জল স্থাপন করে। অতপরঃ যদি জমির তলায় আটককৃত বাতাস, তাপ অতিরিক্ত হয়ে যায়, তো কখন সে জমির শিতলতার কারণে শিতল হয়ে জলে পরিণত হয়। তো জমি ফেটে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। আর যদি তাপ বিষম দূষিত হয়ে পড়ে, যাকে জমি শোষণ করতে পারেনা তখন সে তাপ জমি থেকে বের হতে চাই কিন্তু সে বের হওয়ার কোন রাস্তা না পাওয়ায় কম্পন আরম্ভ করে। যার কারণে জমিও কম্পনে যুক্ত হয়ে যায়। (তাযকারুল হিকমত)

বায়ু সম্পর্কে যুগের মোজাদ্দিদ আলা হযরত ইমাম আহমাদ রেযা খান বারেলবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান লেখেছেন। বায়ু আল্লাহ পাকের একটি পুরাতন সৃষ্টি, জল থেকে বানানো হয়েছে। যার জন্য আল্লাহ পাকের জ্ঞাততায় একটি খাজানা (ভাণ্ডার) রয়েছে। যাকে দরজা দিয়ে বন্ধ করা আছে। আর তার জন্য ফেরেস্তা নির্ধারিত করা রয়েছে। তার মধ্য থেকে আল্লাহ পাক যতটুকু বায়ু প্রেরণ করার ইচ্ছা করেন, ফেরেস্তাদেরকে নির্দেশ দেন। তো নির্দেশানুসারে অতিঅল্প প্রেরণ করেন।

যে সময় কৌমে আদ (অর্থাৎ হযরত হুদ আলাইহিস সালামের যুগে আদ কৌম)-এর প্রতি আল্লাহ পাক তুফান পাঠাবার ইচ্ছা করলেন। সাত রাত্রি এবং আট দিন একই রকম চলে ছিল, যাতে সবাই বিনাশ হয়ে পড়ল।

ঐ সময় ফেরেস্তাগণকে নির্দেশ হল বায়ু প্রেরণ কর কৌমে আদের প্রতি। তারাঁ জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহ বলদ নাকের ছিদ্র সমান খুলে দেব? আল্লাহ পাক বললেন তুমি চাইছ সমস্ত জমিকে উলটেদি,

আর এমন হলে যে জমি আকাশ প্রত্যেক মুহূর্তে সেই বায়ুতে পরিপূর্ণ এবং ইনসান ও অধিকাংশ জীবের জীবন তারই প্রতি রয়েছে। (ফাতাওয়া রেযবীয়া ২১ খন্ড ২৯১-৩৯১ পৃষ্ঠা)

ভূমিকম্প সম্পর্কে তিনি লিখেছেন আল্লাহ পাক সৃষ্টির মধ্যে সর্ব প্রথম কলমকে সৃষ্টি করেন। আর তা দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত তকদির সমূহকে লেখালেন। সেই সময় আল্লাহর আরশ জলের প্রতি অবস্থিত ছিল। জলের তাপ উৎপন্ন হল। তা থেকে আলাদা আলাদা আকাশ তৈরী করা হল। আবার আল্লাহ পাক মাছ তৈরী করলেন তার ওপর জমিকে বিছালেন, জমি মাছের পৃষ্ঠে রয়েছে। মাছ নড়ার কারণে জমিও আন্দোলিত হতে লাগল, যার জন্য পাহাড় জমিয়ে জমিকে ভারি করে দেয়া হল আল্লাহ পাক পবিত্র ক্বোরআনে বলেন। وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا

অর্থাৎঃ– এবং পাহাড় গুলোকে পেরেক (করিনি) ? (যে গুলো দ্বারা জমি প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হয়) সূরা নাবা ৩০ পারা ৭ আয়াত। আরও বলেন।

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَبِكُمْ

অর্থৎঃ– এবং তিনি পৃথিবীতে নোঙ্গর স্থাপন করেছেন। (১৪ পারা সূরা নাহল ১৫ আয়াত)।

কিন্তু এই কম্পন সমপূর্ণ জমিতেই ছিল।

আবার বিশেষ বিশেষ জায়গায় ভূমি কম্প হওয়া এবং অন্য জায়গায় না হওয়া আবার যেখানে কম্পন হয় সেখানেও কম বেশী হওয়ার কারন এটা নয় যা মানুষ ধারণা করে থাকে। তার প্রধান কারণ হল আল্লাহর ইচ্ছা। আর প্রধান কারণ হল গুনাহ, আল্লাহ পাক বলেন –

وَمَااَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْعَنْ كَثِيْرٍ

অর্থাৎ ঃ– এবং তোমাদেরকে যে মসীবত স্পর্শ করেছে তা তারই কারণে, যা তোমাদের হাত গুলো উপার্জন করেছে এবং বহু কিছুতো তিনি ক্ষমা করে দেন। (২৫, পারা, সূরা শূরা ৩০, আয়াত)।

অতএব উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে লোকদের যখন গুনাহ খাতা বেশী হয়ে পড়ে তখনই আল্লাহ পাক অসন্তুষ্ট হয়ে গযব ও মসীবত প্রেরণ করেন।

ভূমি কম্পের বার্তা

আল্লাহ পাক একটি পর্বত তৈরী করেছেন যার নাম কুহে ক্বাফ (ক্বাফ পর্বত) তার তন্তু (রেশ) সমস্ত জমিতে বিস্তৃত রয়েছে।

এমন জমি নেই যেখানে তার তন্তু নেই। যে রূপ গাছের শেকড় জমির উপরে অল্প জায়গায় অবস্থান করে কিন্তু তার রেশা (তন্তু) জমির ভিতরে দূর দূর পর্যন্ত পৌছে থাকে, যার জন্য সে অটুট হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। এবং ঝড় তুফানে ভেঙ্গে যাওয়া থেকে বিরত থাকে। আবার গাছ যত বড় হবে তার তন্তু অতই দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে।

'ক্বাফ' পর্বতের তন্তু সমস্ত জমিতে নিজের জাল বিছিয়ে রেখেছে কোথাও উপরে প্রকাশ হয়ে পর্বত হয়ে গেছে, কোথাও জমিনের উপরি ভাগে থেমে যাওয়ায় কম্পন মরুভূমি হয়ে গেছে। কোথাও জমির নীচে নিকটে বা অতি দূরে জলের প্রবহন থেকে ও অতি দূরে। এই সব জায়গায় জমির উপরাংশ অনেক দূর পর্যন্ত নরম মাটি থাকে। আমাদের নিকট বর্তী এলাকা এমতই রয়েছে কিন্তু ভিতর ভিতর ক্বাফ পর্বতের তন্তু প্রত্যেক জায়গায় অবস্থিত। কোনো জায়গাই তা থেকে খালি নেই। আল্লাহ পাক যেই জায়গার কম্পনের ইচ্ছা করেন।

وَالْعِيَاذُ بِرَحْمَتِهِ ثُمَّ بِرَحْمَةِ رَسُوْلِهِ جَلَّ وَ عَلَا وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

তো ক্বাফ পর্বত কে নির্দেশ দেন সে ক্বাফ পর্বত নির্দেশানুসারে ঐ জায়গার তন্তুকে কম্পন দেয়, যার ফলে শুধু সেই জায়গাতেই কম্পন হয় অন্য জায়গায় হয় না। আবার যেখানে অল্প কম্পনে নির্দেশ হয় তো সেখান কার তন্তুকে আসতে করে নড়ানো হয়, যার কারণে অল্প কম্পন হয়। আর যেখানে অতিরিক্ত কম্পনের নির্দেশ হয়, **'ক্বাফ পর্বত'** সেখানকার তন্তুকে অতি জোরে নড়া দেয়, যার ফলে সেখানে অতিরিক্ত কম্পন হয়। এই জন্যই কোথাও শুধু নড়ে থেমে যায়, কোথাও ঘর বাড়ি বিনষ্ট হয়ে যায়, কোথাও জমি ফেটে জল বেরিয়ে আসে।

হযরত ইমাম আবু বাকর ইবনে আবি দুনয়া কেতাবুল আকুবাতে

এবং আবু শেখ কেতাবুল আযমাতে লিখেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত।

قَالَ خَلَقَ اللّٰهُ جَبَلًا يُقَالُ لَهُ ق مُحِيطٌ بِالْعَالَمِ وَعُرُوْقُهُ اِلَى الصَّخْرَةِ الَّتِىْ عَلَيْهَا الْاَرْضُ فَاِذَااَرَادَاللّٰهُ اَنْ يُّزَلْزِلَ قَرْيَةً اَمَرَ ذَالِكَ الْجَبَلَ فَحَرَّكَ الْعِرَقَ الَّذِىْ يَلِىْ تِلْكَ الْقَرْيَةَ فَيُزَلْزِلُهَاوَيُحَرِّكُهَافَمِنْ ثَمَّ تَحَرَّكَ الْقَرْيَةُ دُوْنَ الْقَرْيَةِ

অর্থাৎ ঃ– আল্লাহ পাক একটি পর্বত সৃষ্টি করেন, যার নাম **'ক্বাফ'**। সে সমস্ত জমিকে সীমাবদ্ধ করে রয়েছে, আর তার তন্তু সেই কঙ্করময় ভূমি পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে যার উপর জমি অবস্তিত। যখন আল্লাহ পাক কোনো জায়গার কম্পনের ইচ্ছা করেন তো সেই পর্বতকে নির্দেশ দেন। সে পর্বত সেই জায়গার তন্তুকে নড়ায় যার জন্য জমিতে কম্পন আরম্ভ হয়। এবং এক জায়গায় কম্পন হয় অপর জায়গায় হয় না। (তাযকারুল হিকমত)।

অবাধ্যতাই ভূমিকম্পের কারণ

ইতি পূর্বে বলা হল যে ভূমিকম্প আল্লাহরই নির্দেশানুসারে একটি গযব। আর আল্লাহ পাকের গযব কখন আসে সে সম্পর্কে পবিত্র ক্বোরআন বলে– وَمَااَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْعَنْ كَثِيْرٍ

অর্থাৎ ঃ– তোমাদেরকে যে মসীবত স্পর্শ করেছে তা তারই কারণে যা তোমাদের হাতগুলো উপার্জন কয়েছে এবং বহু কিছু তো ক্ষমা করেদেন (২৫ পারা সূরা শূরা ৩০ আয়াত)।

অতএব বুঝা যায় যে, যখন মানুষ আল্লাহর ধ্যান ধারণা, এবং তাঁর এবাদত থেকে অতি ধূরে সরে যায় আর অবাধ্যতা ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ পাকের গযব অবতীর্ণ হয়। ভূমি কম্পও আল্লাহ পাকের এক প্রকার সংকটময় মসীবত ও গযব। কারণ, মানুষের ঘর বাড়ি এবং বিভিন্ন সামগ্রী এত পর্যন্ত মানুষকেও নিজের অমূল্য জীবন থেকে হাত ধুয়ে নিতে হয়, যেমন অতি অল্প দিনের ঘটনা নেপালের ভয়ংকর ভূমিকম্প। শুধু এখন আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হচ্ছে তা নয়, পুর্ব পুরুষদের মধ্যেও যখন অবাধ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই আল্লাহ পাক নিজের নিদর্শন সমূহের দ্বারা মানব জাতিকে চেতনা দিয়েছেন এবং গযব নাজিল করেছেন।

বেদনাদায়ক শাস্তি

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন। স্বরণ করুন তাদের সমগোত্রীয় লোক হযরত হুদ আলাইহিস সালামকে, যখনসে তাদেরকে আহক্বাফ ভূমিতে সতর্ক করেছিল (শির্ক থেকে; আর **"আহক্বাফ"** এক বালুকাময় উপত্যকা, যেখানে আদ-সমপ্রদায়ের লোকেরা বসবাস করত) এবং নিশ্চয় তার পূর্বেও সতর্ক কারীগণ গত হয়েছে এবং তার পরেও এসেছে (এ বলে) যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো 'এবাদত করোনা। নিশ্চয় আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের (শাস্তির) আশঙ্কা করছি।' তারা বললো, তুমি কি এ জন্য এসেছো যে, আমাদেরকে উপাস্যগুলো থেকে নিবৃত্ত করবে ? সুতরাং আমাদের উপর তা আনো (ঐ শাস্তি) যেটার আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো, যদি তুমি সত্যবাদী হও এ বিষয়ে যে, শাস্তি আগমনকারী। সে বলল (অর্থাৎ হুদ আলাইহিস সালাম) সেটার খবর তো আল্লাহরই নিকট রয়েছে যে, আযাব কবে আসবে। আমি তো তোমাদেরকে আপন প্রতিপালকের সংবাদ পৌঁছাচ্ছি। হ্যা আমার জানা মতে, তোমরা নিরেট অজ্ঞলোক যে, শাস্তিতে ত্বরা করছ এবং শাস্তি সম্পর্কে জানোনা যে, তা কি জিনিষ ? অতপর যখন তারা শাস্তি দেখতে পেলো মেঘের মতো আকাশের পার্শ্বদেশে ঘনীভূত হয়ে আছে, তাদের উপত্যকার দিকে আসছে দীর্ঘদিন ধরে তাদের ভূখন্ডে বৃষ্টিপাত হয়নি। ঐ কালো মেঘ দেখে তারা খুশী হয়েছিলো। তখন তারা বলল, "এটা মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে। হযরত হুদ আলাইহিস সালাম বললেন বরং এতো তাই যার জন্য তোমরা ত্বরা করছিলে এক ঝড় যার মধ্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি, যা প্রত্যেক বস্তুকে ধ্বংস করে ফেলে আপন প্রতি পালকের নির্দেশে। সুতরাং ঐ ঝড়ের শাস্তি তাদের নারী পুরুষ, বয়োকনিষ্ঠ, বয়োজ্যৈষ্ঠ সবাইকে ধ্বংস করে ছিল। তাদের ধন-সম্পদ আকাশ ও জমির মধ্য খানে-মহা শূন্যে উড়তে ও ঘুরপাক খেতে থাকলো। সব কিছু চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেলো হযরত হুদ আলাইহিস সালাম নিজের ও তাঁর উপর যারা ঈমান এনেছিলো তাদের চতুর্পাশে একটা রেখা টেনে দিয়েছিলেন। বাতাস যখন ঐ রেখার

অভ্যন্তরে আসতো, তখন তা অতি মৃদু, পবিত্র, মনোরম ও শীতল হয়ে যেত। আর একই বাতাস তাঁর সম্প্রদায়ের উপর কঠর, অসহনীয় ও ধ্বংসকারী হয়ে যেত।

فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰٓى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ

অর্থাৎ ঃ– অতপরঃ তারা সকালে এমতাবস্থায় রয়ে গেল যে, তাদের (ধ্বংস প্রাপ্ত) বাসস্থানগুলো ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলনা। আমি এভাবেই শাস্তি দিই অপরাধীদেরকে। (উপরোক্ত সম্পূর্ণটাই পবিত্র ক্বোরআন ২৬ পারা সূরা আহক্বাফ আয়াত ২১ নাম্বর থেকে ২৫ নম্বর পর্যন্তর ব্যখ্যা সহ তরজমা করলাম)।

'তাযকেরাতুল আম্বেয়া' গ্রন্থে লেখেছেন। আদ কৌমের প্রতি সে বেদনাদায়ক শাস্তি সাত রাত্রী, আট দিন বরাবর অতিবাহিত ছিল তাতে শুধু গর্জন, ভীষণ তুফান ও বৃষ্টি ছিলনা। তাই যারা আকাশে সে বাদল দেখে অত্যন্ত সন্তোষ ও খুশির দোলায় দোলছিল, আর বলছিল আমরা তো সে আযাবকে নিজের শক্তিতেই দূরে সরিয়ে দেব। কিন্তু যখন তারা দেখল বিকট গর্জনময় তুফান জীব জন্তু ও পশু পাখিকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে তো তারা ভীষণ ভয় পেয়ে নিজ বাসস্থানে ঢুকে পড়ল যাতে সেই বিপদ জনক তুফান থেকে বাচতে পারে। কিন্তু তাদের সমস্ত দাবী ও গৌরবময় ধ্যান ধারণা মিনিটের মধ্যে ধুলিসাৎ হয়ে গেল। আল্লাহ পাক ঐ ফেরেস্তাকে নির্দেশ দিলেন যিনি বাতাস প্রেরণ করার প্রতি নিযুক্ত করা রয়েছেন যে আদ কৌমের প্রতি নিজের 'বাতাস খাজানা' থেকে এক আঙ্গটির সমান বাতাস প্রেরণ করে দাও। আল্লাহ পাকের খাজানার অতি অল্প বাতাস ছিল কিন্তু সে দুনিয়ার বিপদময়, সংকটময় ও বিনাশকারী একটি তুফান ছিল। সর্ব প্রথমে এক নারী দেখতে পেল যে, তুফানে আগুনের শিখা, সেই শিখাময় বাতাস তাদের ঘরসমূহর দরজাগুলীকে ফেলেদিল, এবং

تَدْخُلُ فِى مَنَاخِرِهِمْ وَتَخْرُجُ مِنْ اَدْبَارِهِمْ وَتَصْرَعُهُمْ عَلَى الْاَرْضِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ

অর্থাৎঃ– সে বাতাস তাদের নাক দিয়ে প্রবেশ করতো এবং পাছা দিয়ে বের হত এবং জমিনে উঠয়ে উঠয়ে আছাড় মারত। (তাযকেরাতুল আম্বেয়া ২০৩ পৃষ্ঠা)

অতএবঃ আল্লাহর আযাবে আক্রান্ত হওয়ার কারণ হল অবাধ্যতা, তাঁর এবাদত না করা, দ্বীন ধর্মকে ছেড়ে দিয়ে কুপথ ও দুনিয়ার রঙ্গে মুগ্ধ হয়ে যাওয়া।

ভূমিকম্পে আক্রান্ত

আল্লাহ পাক বলেন।

وَاِلٰى ثَمُوْدُ اَخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

অর্থাৎঃ– এবং "সামূদ" (সম্প্রদায়) এর প্রতি (যারা হেজায ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী "হিজর" নামক ভূ-খন্ডে বসবাস করত) তাদের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক থেকে হযরত সালেহ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সমপ্রদায়! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নেই।

নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (আমার নবুয়তের সত্যতার উপর) উজ্জল নিদর্শন এসেছে। (যার বিবরণ হচ্ছে এটা যে, আল্লাহর উষ্ট্রী যা, না কোন ঔরশে ছিল, না কোন গর্ভে যা, না কোন নর উষ্ট্র থেকে (প্রসৃত হয়েছে) না গর্ভের মধ্যে অবস্থান করেছে, না সেটার গঠন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পরিপূর্ণতায় পৌঁচেছে; বরং তা স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত পাহাড়ের একটা পাথর থেকে একইবারে সৃষ্টি হয়েছে। সেটার সৃষ্টি ছিল একটা মোজেযা (অলৌকিক ঘটনা) তার পর সেটা একদিন পানি পান করত সমগ্র 'সামূদ সম্প্রদায়' একদিন (পান করত)। এটাও এক মোজেযা যে, একটা উষ্ট্রী একটা গোত্রের লোকদের সমপরিমাণ পানি পান করত। এতদ্ব্যতীত, সেটা যে দিন জল পান করত সেদিনই তা থেকে দুধ দোহন করা হত। আর তাও এত বেশী পরিমাণে হত যে, গোটা গোত্রের জন্যই তা যথেষ্ট হত এবং জলের বিকল্প হয়ে যেত। এটাও এক প্রকার মোজেযা ছিল এবং সমস্ত জঙ্গলী পশু ও জীবগুল সেটার জল পান করার দিন জল পান করা থেকে বিরত থাকত। এটাও একটা মোজেযা ছিল। এতসব মোজেযা হযরত সালেহ (আলাইহিস সালাম) এর নবুয়তের সত্যতার পক্ষে মহান দলীল ছিল। ও তোমাদের জন্য নিদর্শণ। সুতরাং ওটাকে ছেড়ে দাও, যাতে আল্লাহর জমিনের

মধ্যে চরে খায় এবং সেটার গায়ে মন্দভাবে হাত লাগাবেনা, (মারবে না এবং তাড়াবেও না। যদি এমন কর তবে এ পরিণামই ভোগ করতে হবে।) যার ফলে তোমাদের উপর বেদনাদায়ক শাস্তি আসবে।

এবং স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে 'আদ (সম্প্রদায়) এর স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং রাজ্যের মধ্যে স্থান দিয়েছেন; নরম জমিতে প্রসাদ তৈরী করছ গরমের সময় আরাম উপভোগ করার জন্য এবং পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছ শীতের সময়ের জন্য। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহগুলকে স্বরণ কর এবং সেগুলর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদকারী হয়ে বিচরণ করনা।

তার সম্প্রদায়ের মধ্যে দাম্ভিকগণ দুর্বল মুসলমানদেরকে বলল, তোমরা কি জানো যে, সালেহ তাঁর প্রতি পালকের রাসুল হন ? (তারা) বলল, যা কিছু নিয়ে তাঁকে প্রেরণ করা রয়েছে আমরা তার উপর ঈমান রাখি তাঁর দ্বীনকে গ্রহণ করি, তাঁর রেসালতকে বিশ্বাস করি।

দাম্ভিকরা বলল, তোমরা যার উপর ঈমান আনছো আমরা তা বিশ্বাস করিনা।

অতঃপর তারা (সামূদ সম্প্রদায়) উষ্ট্রীর গোচগুল কেটে ফেলল এবং আপন প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করল আর বলল, হে সালেহ! (আলাইহিস সালাম) আমাদের উপর নিয়ে এসো সেই শাস্তি যেটার তুমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যদি তুমি রাসুল হও।

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ

অর্থাৎঃ– অতঃপর তাদেরকে ভূমি কম্প পেয়ে বসল। ফলে,প্রভাতে তারা তাদের ঘরহুলর মধ্যে অধোঃমুখে পতীত অবস্থায় রয়ে গেল। অতঃপর সালেহ আলাইহিস সালাম তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন যখন তারা অবাধ্য হল। বর্ণিত হয় যে, এসব লোক বুধবারে উষ্ট্রীর গোচগুল কেটেছিল (সেটাকে বধ করেছিল) অতঃপর হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম বললেন তোমরা এরপর মাত্র তিন দিন জীবিত থাকবে। প্রথম দিন তোমাদের সবার চেহারা হলুদ বর্ণের হয়ে যাবে, দ্বিতীয় দিন লাল, আর তৃত্বীয় দিন কালো হয়ে যাবে। চুতুর্থ দিন শাস্তি আসবে। সুতরাং অনুরূপই হয়েছিল। পরবর্তী রবিবার দুপুরের পূর্বক্ষণ আকাশ থেকে একটা ভয়ানক আওয়াজ আসল, যার ফলে ঐসব লোকের হৃদযন্ত্র ফেটে গেল এবং সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হল।

বিভিন্য আযাবের মুখাপেক্ষী

وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

অর্থঃ– এবং নিশ্চয় আমি ফেরাউনের অনুসারীদেরকে বছর গুলর দুর্ভিক্ষ এবং ফলগুলর ক্ষতি দ্বারা পাকড়াও করেছি, যাতে তারা উপদেশ মান্য করে। (৭ পারা সূরা আ'রাফ ১৩০ আয়াত)

ফেরাউন তার চারশত বছর বয়সের মধ্যে তিনশত বছর তো এমনই আরামে আতিবাহিত করেছে যে, এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে কখন ও ব্যথা, জ্বর এবং ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়নি। এখন দুর্ভিক্ষের কষ্ট তাদের উপর এ জন্য অবধারিত করা হয়েছে যেন তারা এ কষ্টেরই কারণে আল্লহকে স্বরণ করে এবং তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে। কিন্তু তারা কুফরের মধ্যে এমনিভাবে মজবুত হয়েছিল যে, তাদের দুঃখ কষ্টের পর ও তাদের অবাধ্যতাই বৃদ্ধি পেতে থাকে। অতঃপর যখন তারা কোন কল্যাণ লাভ করত এবং জিনিষ পত্রের সহজ লভ্যতা আর্থিক স্বচ্ছলতা, নিরাপত্তা ও সুস্থতা পেত তখন বলত এটা আমাদের জন্যই অর্থাৎ আমরা সেটার উপযোগীই এবং সেটাকে তারা আল্লাহর অনুগ্রহ বলে জানত না আর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত না। আর বলত যে, এসব বালা মসীবত তাঁদের কারণেই এসেছে। যদি এরাঁ না হতেন, তবে এসব মসীবত ও আসত না। এবং আরও বলল, তুমি যে কোন নিদর্শনই নিয়ে আমাদের নিকট আসবেনা কেন, যাতে আমাদের উপর তা দ্বারা যাদু করতে পার, আমরা কোন প্রকারেই তোমার উপর ঈমান আনয়নকারী নই।

ধাপে ধাপে যখন তাদের অবাধ্যতা এ পর্যন্ত পৌঁছল, তখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের বিরুদ্ধে বদ-দোয়া (অভিশম্পাত) করলেন। তাঁর প্রার্থনা ছিল আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তাঁর বদ দোয়া গ্রহণ করা হয়েছিল। পবিত্র ক্বোরআনে বলেন।

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ

অর্থাৎঃ– অতঃপর আমি প্রেরণ করেছি তাদের উপর প্লাবন পঙ্গপাল, ঘুন (অথবা উকুন অথবা এক প্রকার কীট), ব্যাঙ এবং রক্ত। পৃথক পৃথক নিদর্শন সমূহ।

যখন যাদুকরগণ ঈমান আনার পরও ফেরাউনের অনুসারীগণ তাদের কুফর ও অবাধ্যতার উপর অটল থেকে যায়, তখন তাদের উপর আল্লাহর নিদর্শন সমূহ একের পর এক আসতে লাগল। কেননা, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম দোয়া করেছিলেন "হে প্রতিপালক! ফেরাউন দুনিয়ার মধ্যে অত্যন্ত অবাধ্য হয়ে গেছে এবং তার সম্প্রদায় অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, তাদেরকে এমন শাস্তিতে লিপ্ত করুন, যার তারা উপযোগী হয় এবং আমার সম্প্রদায় ও পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা হয়।

তখন আল্লাহ পাক প্লাবন (তুফান) প্রেরণ করলেন। মেঘ এলো। অন্ধকার হয়ে গেলো। প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হতে লাগল। ক্বিবতীদের (ফেরাউনের সম্প্রদায়) ঘরগুল পানিতে ভর্তি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তাদের

তাতে দন্ডায়মন হয়ে থাকতে হল এবং পানি তাদের গলার হাড়পর্যন্ত উঠে গিয়ে ছিল, তাদের মধ্যে যারা বসে ছিল তারা নিমজ্জিত হল। না এদিক সেদিক নড়া চড়া করতে পারত না কোন কাজ করতে পারত। এক শনি বার থেকে পরবর্তী শনিবার পর্যন্ত সাতদিন যাবৎ এই মসীবতে লিপ্ত রইল। বনী–ইস্রাঈলের (মূসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়)–ঘর তাদের ঘরের সাথে সংলগ্ন থাকা সত্ত্বেও তাদের ঘরে পানি ঢুকেনি। যখন এসব লোক ক্লান্ত হয়ে গেল তখন তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম–এর নিকট আরয করল "আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন এ মসীবত অপসরিত হয়। তখন আমরা আপনার উপর ঈমান আনবো। আর বনী ইসরাঈলকে আপনার সাথে প্রেরণ করবো।"

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রার্থনা করলেন। প্লাবনের মসীবত অপসারিত হল। দুনিয়ায় এমনই সজীবতা আসল, যা ইতি পূর্বে দেখা যায়নি। ক্ষেত উর্বর হল বৃক্ষগুলো ভাল ফল দিল। তখন ফেরাউনের সম্প্রদায় বলতে লাগল, সেই পানি তো আমাদের জন্য নেয়ামত ছিল। আর ঈমান আনল না।

এক মাস শান্তিতে অতিবাহিত হল। অতঃপর আল্লাহ পাক "পঙ্গপাল" প্রেরণ করলেন। সে গুলো ক্ষেত ফসল ও ফল মূল, গাছের পাতা ঘরের দরজা, ছাদ, তক্তা এবং অন্যান্য সামগ্রী, এমনকি লোহার পেরেক পর্যন্ত

খেয়ে ফেলল এবং ক্বিবতীদের ঘর ভর্তি হয়ে গেল। (কিন্তু) বনী-ইস্রাঈলের ঘরে প্রবেশ করলনা। আর ক্বিবতীগণ পেরেশন হয়ে আবার হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর নিকট দোয়ার আবেদন করল, ঈমান আনার অঙ্গীকার ঘোষণা করল। এর উপর দৃঢ় অঙ্গীকার করল। সাত দিন অর্থাৎ শনিবার থেকে পরবর্তী শনিবার পর্যন্ত পঙ্গপালের সংকটের মধ্যে লিপ্ত রইল। অতঃপর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম-এর দোয়া প্রার্থনার কারণে রক্ষা পেল। কিন্তু তারা ক্ষেত ও ফলমূল যা কিছু অবশিষ্ট রইল তা দেখে বলতে লাগল, "এতটুকুই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করব না। সুতরাং তারা ঈমান আনলনা। অঙ্গীকার পূরণ করলনা এবং নিজেদের গর্হিত কাজেই লিপ্ত হয়ে থেকে গেল। এক মাস শান্তিতে অতিবাহিত করল।

অতঃপর আল্লাহ পাক (قُمَّل) উকুন মতান্তরে ঘুণ বা এক প্রকার কীট প্রেরণ করলেন। এ কীট যে সব ক্ষেতের ফসল ও ফলমূল অবশিষ্ট ছিল সবই খেয়ে ফেলল। পোশাকের মধ্যে ঢুকে পড়ত এবং শরীরের চামড়া কামড়াতে আরম্ভ করত। খাদ্যের মধ্যে ভর্তি হয়ে যেত। যদি কেউ দশ বস্তা গম চাক্কিতে পিষণের জন্য নিয়ে যেত, তখন তা থেকে মাত্র তিন সের ফিরয়ে আনতে পারত। অবশিষ্ট সবটুকুই কীটগুল খেয়ে ফেলত। এ কীট গুল ফিরাউনী সম্প্রদায়ের লোকদের চুল এবং চোখের ভ্রু ও পলক পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছিল। শরীরের মধ্যে জল বসন্তের দানার ন্যায় হয়ে ভরে যেত। শয়ন করা পর্যন্ত তাদের জন্য কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এ মসীবতের কারণে ফিরাউনীরা আর্তনাদ করতে লাগল। আর তারা হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর নিকট আরয করল "আমরা তাওবা করছি। আপনি এ 'বালা অপসারিত করার জন্য প্রার্থনা করুন।" সুতরাং সাত দিন পর এ মসীবত ও হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দোয়ায় দূরীভূত হয়েছিল। কিন্তু ফিরাউনী সমপ্রদায় আবার ওয়াদা ভঙ্গ করল এবং পূর্বের চেয়েও অধিক খারাপ কাজে লিপ্ত হল। একমাস শান্তিতে অতিবাহিত হবার পর হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আবার বদ-দোয়া করলেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক "ব্যাঙ" পাঠালেন এবং এমন অবস্থা হল যে,

মানুষ বসত অমনি মজলিশ ব্যাঙে ভরে যেত। কথা বলার জন্য মুখ খুলত, তখন ব্যাঙ লাফ দিয়ে মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ত। হাড়ি পাতিলে ব্যাঙ। খাদ্য-দ্রব্যে ব্যাঙ। চুলার মধ্যেও ব্যাঙ ভর্তি হয়ে যেত। চুলার আগুন নিভে যেত। বিছানায় শয়ন করলে শরীরের উপর বসে পড়ত। এ মসীবতের কারণে ফেরাউনীরা কেঁদে ফেলল। আর হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট আরয করল "এবার আমরা পাকাপাকি তাওবা করছি।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাদের নিকট থেকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার নিয়ে দোয়া করলেন। সুতরাং সাত দিন পর এ মসীবত ও দূরীভূত হল। এক মাস শান্তিতে অতিবাহিত হল। কিন্তু আবার ও তারা ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং তাদের পূর্বের কুফরের দিকে ধাবিত হল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আবার বদ দোয়া করলেন অতঃপর সমস্ত কূপের পানি, নদীর পানি, ঝরনার পানি, নীল নদের পানি, মোট কথা সব ধরণের পানি তাদের জন্যে তাজা রক্তে পরিণত হল। তারা ফেরাউনের নিকট এর অভিযোগ করল। সে জবাবে বলতে লাগল "হযরত মূসা যাদু দ্বারা তোমাদের নজরবন্দ করে রেখেছে মাত্র।" তারা বলল "কেমন নজরবন্দি আবার ? আমাদের পাত্রে তাজা রক্ত ব্যতীত পনির নাম নিশানা পর্যন্ত নেই।" তখন ফেরাউন নির্দেশ দিল যেন ক্বিবতী ও বনী ইস্রাঈল একই পাত্র থেকে পানি নেয়। অতঃপর যখন বনী ইস্রাঈল পানি উঠাত তখন তা পানিই বের হত। কিন্তু ক্বিবতীরা উঠালে সে পাত্র থেকে তাজা রক্তই বের হত। এমন কি, ফেরাউনী নারীগণ পিপাসায় কাতর হয়ে বনী ইস্রাঈলের নারীদের নিকট আসল আর তাদের নিকট পানি চাইল। তখন পানি তাদের পাত্রে আসতেই তা রক্তে পরিণত হল। তখন ফেরাউনী নারীরা বলতে লাগল "তোমরা মুখে পানি নিয়ে আমাদের মুখের মধ্যে কুল্লি কর।" যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পানি বনী ইস্রাঈলী নারীর মুখে থাকত ততক্ষণ পানিই থাকত। আর যখনই ফেরাউনী নারীর মুখে আসল তখনই তা রক্তে পরিণত হয়ে গেল। সাত দিন পর্যন্ত রক্ত ব্যতীত কারো পক্ষে কোন কিছু পান করা সম্ভাবপর হয়নি। তখন তারা আবার হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নিকট প্রার্থনা করার জন্য দরখস্ত করল এবং ঈমান

আনার প্রতিশ্রুতি দিল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম দোয়া করলেন এ বিপদ ও অপসারিত হল, কিন্তু তখনও তারা ঈমান আনেনি। অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন।

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ

অর্থাৎঃ– এবং আমি মূসার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, রাতারাতি আমার বান্দা দেরকে (বনী ইস্রাঈল কে নিয়ে মিশর থেকে) বের হও! নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবেই। (সুরা শু'রা আয়াত ৫২)

অতঃপর ফেরাউন শহরে শহরে সংগ্রাহকদের প্রেরণ করল, সৈন্যদেরকে একত্রিত করার জন্য। যখন সৈন্যগণ একত্রিত হল, তখন তাদের অধিক্যের মুকাবিলায় বনী ইস্রাঈলের সংখ্যা স্বল্পই মনে হতে লাগল সুতরাং ফেরাউন বনী ইস্রাঈল সম্পর্কে বলল। "এ সব লোক ক্ষুদ্র একটা দল" এবং নিশ্চয় তারা আমাদের সবার অন্তরে জ্বালা দিচ্ছে আমাদের বিরোধিতা করে এবং আমাদের অনুমতি ব্যতিরেকে আমাদের ভূমি থেকে বের হয়ে। এবং নিশ্চয় আমরা সবাই সদা সতর্ক, সদা প্রস্তুত অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত। অতঃপর فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ অর্থাৎ ফেরাউনীগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল সূর্যোদায় কালে।

অতঃপর যখন উভয় দল মুখোমুখি হল এবং তাদের মধ্যে একে অপরকে দেখতে পেল, তখন বনী ইস্রঈলরা বলল, তারা তো আমাদেরকে ধরে ফেলবে। এখন তারা আমাদের উপর নিয়ন্ত্রন লাভ করবে। আমাদের মধ্যে না তাদের সাথে মুকাবিলার শক্তি আছে, না পালায়ন করার স্থান আছে। কেননা, সামনে সমুদ্র। এ শুনে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বলে উঠলেন।

كَلَّا اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ

অর্থাৎঃ– এমনই নয় নিশ্চয় আমার প্রতি পালক আমার সঙ্গে আছেন তিনি এখন আমাকে পথ প্রদর্শন করছেন। সুতরাং আল্লাহ পাক হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে ওহী করলেন, "তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সমুদ্রে আপন লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন, তখন সমুদ্র বিভক্ত হয়ে গেল, এবং সেটার বারোটা অংশ প্রকাশ পেলে প্রত্যেক অংশ

এমনই হয়ে গেল যেমন বিশাল পাহাড় এবং সেগুলর মাঝখানে শুষ্ক রাস্তার সমূহ। বনী ইস্রাঈল ঐসব রাস্তা দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করল এবং সমুদ্র থেকে নিরাপদে বের হয়ে গেল। সুতরাং যখন বনী ইস্রাঈলের সবাই সমুদ্র থেকে বের হয়ে আসল এবং সমস্ত ফেরাউনী সমুদ্রের ভিতর এসে গেল তখন সমুদ্র আল্লাহর নির্দেশে মিলিত হয়ে পূর্বের ন্যায় হয়ে গেল; আর ফেরাউন তার দলসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হল।

প্লাবনে ধ্বংস

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

অর্থঃ– এবং নিশ্চয় আমি নূহকে তার সমপ্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম যে, আমি তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ক কারী। (১২ পারা, সুরা হুদ আয়াত নাম্বর ২৫)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম চল্লিশ বছর পর নবীরুপে প্রেরিত হন। আর ৭৫০ বছর যাবৎ আপন সম্প্রদায়কে ঈমানের দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকেন এবং তিনি তুফানের পরও ৬০ বছর জীবদ্দশায় ছিলেন। সুতরাং তাঁর বয়স সম্পর্কে আরো কতিপয় অভমত রয়েছে। (খযিন)

যখন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করোনা, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য এক বিপদসঙ্কুল দিনের (শাস্তির) আশংকা করি। সুতরাং তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা কাফির হয়ে ছিল, বলল, আমরা তো তোমাকে আমাদেরই মত মানুষ দেখছি এবং আমরা দেখছিনা যে তোমার অনুসরণ কেউ করেছে কিন্তু আমাদের মধ্যে হীন লোকেরাই, অগভীর দৃষ্টিতে, এবং আমরা তোমাদের মধ্যে আমাদের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছিনা, বরং

আমরা তোমাদের কে মিথ্যাবাদী মনে করি। তিনি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! হ্যাঁ বলতো, যদি আমি আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে (আগত) প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হই যা আমার দাবীর সত্যতার উপর সাক্ষ্যদেয় এবং আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করে থাকেন (অর্থাৎ নবুয়ত দান করেন), এবং হে সম্প্রদায়! আমি তোমাদের নিকট রেসালতের বানী পৌঁছানোর পরিবর্তে কোন ধন সম্পদ চাইনা যাতে তা প্রদান করা তোমাদের উপর বোঝা না হয়, আমার প্রতিদান তো আল্লাহরই উপর রয়েছে।

অতঃপর তারা বলতে লাগল; হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে ঝগড়া করেছ এবং অতিমাত্রায় ঝগড়া করেছ, সুতরাং তা নিয়ে এসো যেটার (শাস্তির) আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বললেন, সেটা তো আল্লাহ তোমাদের নিকট উপস্থিত করবেন যদি চাও। আর তোমরা ঠেকাতে পারবেনা, না সেই শাস্তিকে প্রতিহত করতে পারবে, না তা থেকে বাঁচতে পারবে। সুতরাং আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ

অর্থঃ– এবং নৌকা নির্মাণ করো আমারই সামনে এবং আমারই নির্দেশে, এবং যালিমদের সম্পর্কে আমাকে কিছুই বলনা তাদের কে অবশ্যই ডুবিয়ে মারা হবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে 'শাল বৃক্ষ' রোপন করলেন। বিশ বছরে সেই বৃক্ষটা তৈরী হল। এ সময় সীমার মধ্যে কোন সন্তানই জন্ম গ্রহণ করেনি। ইতি পূর্বে যে সন্তান জন্মলাভ করেছিল তারা বয়োপ্রাপ্ত হল। তারাও হযরত নূহ আলাইহিস সালামের দওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। আর হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নৌকা তৈরী করার কাজে মশগুল হয়ে গেলেন। তিনি নৌকা নির্মাণ করছেন, আর যখন তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানরা তার নিকট দিয়ে যেতো, তখন এত উপহাস করত আর বলত হে নূহ! তুমি কি করছ ? তিনি বলতেন, এমন বাসস্থান তৈরী করছি, যা পানির উপর চলতে পারে। তা শুনে তারা উপহাস করত। কেননা, তিনি নৌকা নির্মাণ করতেন জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে

দূর-দুরান্ত পর্যন্ত পানি ছিলনা। তখন ঐ সব লোক উপহাস করে একথা ও বলতো "প্রথমে তো আপনি 'নবী' ছিলেন, এখন কি মিস্ত্রী হয়ে গেলেন। তখন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বললেন।

اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّافَاِنَّانَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ

অর্থঃ– যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস করো, তবে আমরাও এক সময় তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ। (তোমাদেরকে ধ্বংস প্রাপ্ত হতে দেখে)

বর্ণিত আছে যে, এ নৌকা দু'বছরের অভ্যন্তরে তৈরী হয়েছিল। সেটার দৈর্ঘ্য তিনশ গজ, প্রস্থ ছিল পঞ্চাশ গজ এবং উচ্চতা ত্রিশ গজ।

অবশেষে, যখন আল্লাহপাকের আদেশ আসল। (অর্থাৎ শাস্তি ও ধ্বংস) এবং উনান উথলে উঠল অর্থাৎ তা থেকে পানি সবেগে উঠতে লাগল। তখন আল্লাহ পাক বললেন "নৌকায় উঠিয়ে নাও প্রত্যেক শ্রেণী থেকে এক জোড়া করে নর ও মাদী এবং যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে তারা ব্যতীত আপন পরিবার পরিজনকে ও অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে, এবং তাঁর সাথে মুসলমান ছিল না, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক।

হযরত মুক্বাতিল বলেছেন যে, সর্ব মোট নর-নারীর সংখ্যা ছিল ৭২; তবে এ প্রসঙ্গে আরো কতিপয় আভিমত ও রয়েছে। অতঃপর সেই নৌকা তাদেরকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এমন সব তরঙ্গে মধ্যে যেমন পাহাড়, চল্লিশ রাত ও দিন যাবৎ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হতে, জমি থেকে পানি উত্থিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত পাহাড় পর্বত ডুবে গেল।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আপন পুত্রকে আহবান করে বললেন, অথচ সে তার নিকট থেকে পৃথক ছিল, হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহন করো, এবং কাফেরদের সঙ্গী হয়োনা। যাতে ধ্বংস হয়ে যাও।

সে বলল, এখনই আমি কোন পর্বতে আশ্রয় নিচ্ছি। তা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বললেন আজ আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, কিন্তু যার উপর তিনি দয়া করবেন। এবং তাদের মধ্যে খানে তরঙ্গ আড়াল হল। অতঃপর সে

নিমজ্জিতদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল।

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম আপন প্রতি পালককে আহবান করে বললেন 'হে আমার প্রতি পালক।

اِنَّ ابْنِیْ مِنْ اَهْلِیْ وَاِنَّ وَعْدَکَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْکَمُ الْحٰکِمِیْنَ

অর্থাৎঃ– আমার পুত্রও তো আমার পরিবার ভূক্ত এবং নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি সবচেয়ে বড় নির্দেশদাতা। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন।

یٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِکَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ مَالَیْسَ لَکَ بِهٖ عِلْمٌ

অর্থাৎঃ– হে নূহ! সে তোমার পরিবারভূক্ত নয়, নিঃসন্দেহে, তার কর্ম বড়ই অনুপযুক্ত। তুমি আমার নিকট ঐ কথা বলনা যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। (সুরা হুদ, ১২ পারা ৪৬ আয়াত)

হযরত শেখ আবুল মানসূর মাতুরীদী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এর পুত্র কিনআন মুনাফিক ছিল এবং তাঁর সামনে নিজেকে মোমিন বলে প্রকাশ করত। যদি সে তার কুফরকে প্রকাশ করে দিত তবে তিনি আল্লাহর দরবারে তার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করতেন না (মাদারিক শরীফ)

অতঃপর আল্লাহ পাকের নির্দেশ হল, 'হে জমি তুমি তোমার পানি গ্রাস করেনাও এবং হে আকাশ, থেমে যাও! এবং পানি শুকিয়ে দেয়া হল। আর কার্য সমাপ্ত হল, এবং নৌকা ছয় মাস ধরে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে জুদী পর্বতের উপর থেমে গেল। যা মসুল অথবা 'সিরিয়া'-র সীমানায় অবস্থিত। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নৌকার মধ্যে ১০ই রজব আরোহন করেছিলেন এবং ১০ ই মুহাররামে জুদী পর্বতের উপর থেমে গেল। তখন তিনি এর শোকরিয়ার উদ্দেশ্যে রোযা রাখলেন এবং তাঁর সমস্ত সঙ্গীকে ও রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। উপরোক্ত সমস্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, দুঃখ কষ্ট, আপদ বিপদ, বালা মসীবত শুধু ঐ ব্যক্তিদের কেই আক্রান্ত করে যারা অবাধ্যতার অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম এর কথা মতো চলেনা তাঁর অনুসরণ ও অনূকরণ করে না; এক কথায় শুধু

আর শুধু কুকর্মে লিপ্ত থাকে।

কিন্তু যেই ব্যক্তিরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথা মত চলে অবাধ্যতার অন্তর্ভূক্ত হয়না এবাদতে ও রিয়াযতে দিবানিশি অতিবাহিত করে তাদের কে আল্লাহর গযব স্পর্শও করে না। যেমন বাতাস এসেছিল, সমস্ত জিনিস জমিও আকাশের শূন্যস্থানে ঘুরপাক খেয়ে বিনাশ হয়ে গিয়ে ছিল। কিন্তু যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনে ছিল তাদের এবং নিজের পার্শ্বে একটি রেখা টেনে দিয়ে ছিলেন সেই বেদনা দায়ক বাতাস যখন সেই রেখার অভ্যন্তরে আসত তো অতি মৃদু, মনোরম ও শীতল হয়ে যেত। আর যেমন ফেরাউনীদের ঘরে পানি পানি হয়ে গিয়েছিল যার জন্য সাতদিন ধরে অতি সংকটে ছিল কিন্তু বনী ইস্রাঈলদের ঘরে বিন্দু পরিমাণ পানি ঢুকেনি।

এক কথায় আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন।

وَمَااَصَابَکُمْ مِنْ مُّصِیْبَهٍ فَبِمَا کَسَبَتْ اَیْدِیْکُمْ وَیَعْفُوْعَنْ کَثِیْرٍ

অর্থাৎঃ– তোমাদেরকে যে মসীবত স্পর্শ করেছে তা তারই কারণে, যা তোমাদের হাতগুল উপার্জন করেছে এবং বহু কিছু তো তিনি ক্ষমা করেদেন।

১৫টি অসৎ কাজে লিপ্ত হলে গযব অবতীর্ণ হবে।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আন্হু সূত্রে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اِذَا فَعَلَتْ اُمَّتِیْ خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ قِیْلَ وَمَاهِیَ یَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا کَانَ الْمغنم دُوَلًا وَالامانة مَغْنَمًا والزکوة مغرمًا وَاطاع الرجلُ زَوْجَته وَعَقَّ اُمَّه‘ وَبَرَّ صَدِیْقَه‘ وجفااباه وارتفعت الاصوات فی المشار وکان زعیم القوم ارذلهم واکرِم الرجل مخافة شره وعربت الخمور ولبسَ الحریر واتحدت القیان والمعازف والعین اٰخرُ هزہِ الامة اولَها فلیرتَقِبُوْا عند ذالک ریحًا حمراء اوخسفًا او مسخًا (ترمذی ص ۴۴جلد ۲)

অর্থাৎঃ– আমার উম্মত যখন পনেরোটি কাজে লিপ্ত হবে তখন তাদের উপর বালা-মসীবত আপতিত হবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেগুলি কি কি ? তিনি বললেন, যখন গণিমতের মাল ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হবে; আমানত লুটের মালে পরিণত হবে, যাকাত জরিমানারুপে গণ্য হবে পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং তার মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধুর সাথে সদ্ব্যবহার করা হবে কিন্তু পিতার সাথে দুর্ব্যাবহার করা হবে, মসজিদে হট্টগোল করা হবে, নিকৃষ্টতম চরিত্রের লোক হবে তার সম্প্রদায়ের নেতা, কোন লোক কে তার অনিষ্ঠতার ভয়ে সম্মান করা হবে, মদ পান করা হবে, রেশমী বস্ত্র পরিধান করা হবে, নর্তকী গায়িকাদের প্রতিষ্ঠিত করা হবে, বাদ্যযন্ত্রসমূহের (ব্যাপক) প্রচলন করা হবে এবং উম্মতের শেষ যামানার লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী মনীষিদের প্রতি আভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা একটি অগ্নিবায়ু অথবা ভূমি ধ্বস অথবা আকৃতির আযাবের অপেক্ষা করতে থাকবে। (তিরমিযী শরীফ ৪৪ পৃষ্ঠা, ২ খন্ড)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اِذَااتُّخِذَ الْفَيْىءُ دُوَلًا والامانةُ مَغْنَمًاوالزكوٰةُ مَغْرَمًا وتعلم لغير الدين واطاع الرجل امراتَهُ وَعَقَّ امَّهُ وادنى صديقهُ واقصى اباه وظهرت الاصوات فى المساجد وَسادالقبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل مخافة شرهٖ وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن اٰخرهذه الامة اولها فليرتقبوا عند ذالک ريحًا حمراء وزلزلة وخسفًا ومسخًا و قذفًا واٰيات تتابع كنظام بالٍ قطع سلكه فتتابع

অর্থাৎঃ– যখন গণিমতের সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা হবে, আমানতের মাল লুটের মালে পরিণত করা হবে যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে, বেদ্বীনি শিক্ষা প্রচলিত হবে, পুরুষ স্ত্রীর বাধ্যও অনুগত হবে কিন্তু মায়ের অবাধ্য হবে, বন্ধু-বান্ধবকে কাছে টেনে আনবে কিন্তু জনককে দূরে ঠেলে দিবে, মসজিদে হৈচৈ করবে, ফাসেক পাপাচারীরা গোত্রের নেতা হবে, নিকৃষ্ট লোক সমাজের কর্ণধার হবে, কোন মানুষের অনিষ্ট হতে রক্ষা পাবার

জন্য তাকে সম্মান প্রদর্শন করা হবে, গায়িকা-নর্তকী ও বাদ্যযন্ত্রের (ব্যাপক) বিস্তার ঘটবে, (প্রকাশ্যে) মদ পান করা হবে, এই উম্মতের শেষ যুগের লোকেরা তাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের প্রতি অভিসম্পাত করবে, তখন তোমরা অগ্নিবায়ু, ভূমিকম্প, আকৃতি বিকৃতি ও পাথর বর্ষণরূপ আযাবের এবং আরো আলামতের অপেক্ষা করবে যা একের পর এক ধারাবাহিক ভাবে নিপতিত হতে থাকবে, যেমন পুরানো পুঁতির মালা ছিড়ে গেলে একের পর এক তার পুঁতি ঝরে পড়তে থাকে। (তিরমিযী শরীফ ২, খন্ড ৪৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় মুসলমান! উপরোক্ত হাদীস শরীফে যা সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, এখন যাকাত থেকে মানুষ বহু দূরে সরে পড়েছে, তা সম্পর্কে ধর্মীয় বিধান শুনালে উল্ট পাল্ট কথা প্রয়োগ করে, কিন্তু মনে রাখুন যাকাতের অস্বীকারকারী কাফের এবং বিলম্বকারী গুনাহগার।

❁ উপস্থিত সময়ে মানুষ স্ত্রীর অনুগত আর মায়ের অবাধ্য হয়ে পড়েছে কিন্তু মুসলমান মনে রাখুন আপনার সৎ ব্যবহারের সর্ব শ্রেষ্ঠ উপযোগী মাতা ও পিতা। দোস্ত-বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে সম্মত কিন্তু মাতা-পিতার জন্য একটি খড়কুটোপ্রদানেও অসম্মত।

❁ আল্লাহর ঘর মসজিদে হৈচৈ, তাকে নিজ বাড়ির মত ব্যবহার করে, তাতে ক্রয় বিক্রয় করে।

❁ আজ ফাসেক পাপাচারীরাই গোত্রীয় নেতা, যার মধ্যে নামায নায় রোজা নায় দিবা নিশি অবৈধ কর্মে লিপ্ত তারাই সমাজের কর্ণধার।

❁ গান বাজনা ব্যাপক হারে বেড়ে গিয়েছে উচ্চ স্বরে নির্দিষ্ট ডেসিবলের উপরে ডি.জে বাজিয়ে মানুষকে জোর করে যন্ত্রনা দেওয়া হয়। এসব সম্পর্কে মানুষের ধারণা এমন হয়েগেছে যে, তা যে অবৈধ সেটা আর মনেই করেনা শেষ কথা এই সবই হল আযাব নেমে আসার মূল কারণ।

وَمَااَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْعَنْ كَثِيْرٍ

(তোমাদেরকে যে মসীবত স্পর্শ করেছে তা তারই কারণে, যা তোমাদের হাত গুলো উপার্জন করেছে এবং বহু কিছু তো তিনি ক্ষমা করে দেন।)

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اَفَةُ الدِّيْنِ ثَلاثَةٌ فَقِيْهٌ فَاجِرٌ وَاِمَامٌ جَائِرٌ وَمُجْتَهِدٌ جَاهِلٌ

অর্থাৎঃ– ধর্মের বিপদ তিনটি (১) ফাসেক আলেম (শাস্ত্রবিদ) (২) অত্যাচারী নেতা ও বিচারক (৩) অজ্ঞমতবাদ গঠনকারী। (ইলম এবং আলেম সম্প্রদায়)

১৫ রমযানে এক বিকট আওয়াজ

এই কথাটি নিয়ে চারি দিকে হৈচৈ মেতে আছে শুধু ফোনের উপর ফোন হুযুর! এই ব্যাপারটা কি ? মুফতি সাহেব! এটা কি সত্যিই ঘটবে ?

❁ যুগের মোজাদ্দিদ আলা হযরত এমাম আহমাদ রেযা বারেলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে; উত্তরে তিনি বলেন। যে, বিকট আওয়াজ আসবেই তবে কবে আসবে সেটা উল্লেখ নেই হ্যাঁ যখন আসবে রমযান মাসের ১৫ তারিখ শুক্রবারেরই দিন হবে, সেই বছর ভূমিকম্প বেশী বেশী হবে, অধিক হারে শিলা বৃষ্টি হবে পনেরো রমযান শুক্র বারের রাত্রে এক বিস্ফোরন হবে ফজরের নামাযের পরে এক বিকট আওয়ায শুনা জাবে।

❁ হাদিস শরীফে আছে সেই তারিখে ফজরের নামায পড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে যাবে জালানা, দরজা, ঘরের সমস্ত ছিদ্র বন্ধ করে নিবে নিজের কানও বন্ধ করে নিবে। আবার যখন সে আওয়ায শুনবে অবিলম্বে সাজদায় পড়ে বলবে।

سُبْحَانَ الْقُدُّوْسِ سُبْحَانَ الْقُدُّوْسِ رَبَّنَاالْقُدُّوْسِ

উচ্চারণঃ– সুবহানাল কুদ্দুসে সুবহানাল কুদ্দুসে রাব্বানাল কুদ্দুস।

অতঃএব যে এই মত করবে সে পরিত্রান পারে আর যে করবেনা সে ধ্বংস হবে। (ফাতাওয়া রেযবীয়া ২৭ খন্ড ৪২ পৃষ্ঠা)

হে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! অবিলম্বে আল্লাহ পাকের নিকটে লজ্জিত হয়ে তাওবা করুন। পাপ কর্ম, অবাধ্যতা ত্যাগ করে ধর্মের পথে ধাবিত হয়ে যান। নিঃশ্বাসের কোন বিশ্বাস নেই কখন আল্লাহ পাকের অর্ডার হয়ে যাবে

প্রাণ পাখী উড়ে যাবে খালি খাচা পড়ে রবে।

গজল

ভূলিসনারে রাখরে স্মরণ
দুনিয়া ধুলার খেলা এই তো জীবন।
মরণের খবর সে তো আসবেই আসবে
জীবনের পতন সেতো ঘটবেই ঘটবে
সময় হলে তোর শুনবেনা কারণ।
বড়লোক হব আমি মনে মনে আকি
টাকা পয়সার দিকে তাইতো বেশী ছুটে থাকি
বিপদ হয়ে সে দিন দাড়াবে সে ধন।
চার জন কাধে তুলে নিয়ে যাবে তোরে
আত্মীয় স্বজনের চোখের জল যাবে ঝরে
কবর দিলেই সব ভুলবে তোর স্মরণ।
জীবনের আশার তুমি যত কর যত্ন
মুহুর্তের মধ্যে তোমার ভেঙ্গে যাবে স্বপ্ন
বলে আযীয তাই হয়ে যা স্বজন।

প্রবৃত্তিই সকল নিকৃষ্টকর্মের উৎস

আল্লাহ পাক বলেন–

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎঃ– স্বীয় নফস বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করনা। কেননা, তা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। (সূরা সোয়াদ, আয়াত ২৬)

☞ নফস বা প্রবৃত্তি ও আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দুটি স্থান। একটির মধ্যে শয়তানের া ও শঙ্কা জন্ম নেয়। আর অপরটির মাঝে ফেরেস্তাসুলভ চিন্তা কল্পনা হয়। ফেরেস্তা মানুষের রুহ বা আত্মার পর্হেযগারীর চিন্তা চেতনা জাগায়

আর শয়তান মানুষের নফসের ভিতর আল্লাহর অবাধ্যতার চিন্তা ও কল্পনা ঢেলে দেয়। সব মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পাপের কাজে লিপ্ত হবার জন্য আত্মাকে উৎসহ দেয়। সে আশা করে যে তার প্ররোচনায় বান্দা পাপের কাজে লিপ্ত হবে।

মানব দেহে দুজন পরিচালক নিযুক্ত আছে (১) আকূল বা বিবেক ও (২) নফসের খাহেশ বা নফসের প্রবৃত্তি।(গুনিয়াতুত ত্বালিবীন)

☞ এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ সাল্লাম নফসের প্রবৃত্তি থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করে দোয়া করেছেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَوىً مُّطَاعٍ وَشُحٍّ مُّتَّبِعٍ

অর্থাৎঃ– হে আল্লাহ! আমি রিপুর তাড়না, কার্পণ্য ও লোভ লালসা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

☞ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আরও বলেছেন–

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ هَوًى مُّطَاعٌ وَّ شُحٌّ مُّتَّبِعٌ وَّاِعجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ

অর্থাৎঃ– তিনটি ব্যাধি ধ্বংসাত্মক। যথাঃ (১) রিপুর তাড়না, (২) লোভ-লালসা ও (৩) আত্মম্ভরিতা।

বস্তুতঃ প্রতিটি গুনাহই প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে নিঃসৃত হয়ে ধ্বংসের কারণ হচ্ছে। আর প্রবৃত্তির অনুসরণই মানুষকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেন, দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনটি সত্য সঠিক, তা যদি তুমি নির্ণয় করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হও, তবে দেখ কোন বিষয়টি তোমার প্রবৃত্তির চাহিদার অধিক কাছাকাছি। যে বিষয়টি অধিক কাছাকাছি সেটি তুমি ছেড়ে দাও। কেননা, এটিই ভুল ও পরিত্যজ্য। এরূপ অর্থেই হযরত এমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন। যখন দু'বিষয়ের যে কোন একটির সত্যাসত্যে তুমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পতিত হও এবং সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে না পার তখন তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিরোধিতা কর, কারণ প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে মন্দ ও ভ্রান্ত রাস্তায় পরিচালিত করে।

❁ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেন, তোমরা নফস বা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রনে রাখো।

বস্তুতঃ তা বাতিল ও মন্দ কর্মে উদ্ধুদ্ব করে। সত্য বাহত্যঃ কঠিন আর বাতিল মন্দ কাজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে সহজ হয়, কিন্তু মূলতঃ সেটাই মহাক্ষতির কারণ। গুনাহ থেকে বিরত থাকা তাওবা কবূল করানো অপেক্ষা সহজ। সামান্য কামাতুর দৃষ্টি কিংবা মুহূর্তকালের মোহ-বিলাস দীর্ঘকালের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও ভোগান্তির কারণ হয়।

হযরত লোকমান আলাইহিস সালাম স্বীয় পুত্রকে নসীহত করতে গিয়ে বলেছেন, সর্ব প্রথম আমি তোমাকে তোমার নফস বা প্রবৃত্তি থেকে ভয় দেখাচ্ছি, মানুষ মাত্রেই প্রবৃত্তির এবং তার প্রচুর খাহেশ ও চাহিদা রয়েছে। তুমি তার চাহিদা অনুসারে খোরাক দিলে সে তোমার সাথে অবাধ্যতা শুরু করবে, উপরন্তু সে তোমার নিকট আরও অধিক দাবী করবে। কেননা, মানুষের অন্তরে নফস এমন ভাবে লুকায়িত রয়েছে যেমন আঘাত করা হয় তখন তাতে লুকায়িত ফুলকি জ্বলে উঠে। আর আঘাত না করলে আগুন তাতে লুকায়িতই থাকে। (মুকাশাফাতুল কুলুব)

প্রবৃত্তির বিনষ্টতাই সাফল্যতা

হযরত আলাউল হক পাণ্ডবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজ পীরও মুর্শিদের হাতে মুরীদ হয়ে তাওবা করার সাথে সাথে তিনি বিদ্যাবুদ্ধির গৌরব, ধনসম্পদের দম্ভ এবং অভিজাত্যের অহঙ্কর ও নিজ প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিয়ে একে বারে মাটির মানুষে পরিণত হয়ে গেলেন। আর পীরের কাছ হতে আধ্যত্মিক শক্তি ও সাফল্য অর্জনের মানসে তিনি সম্পূর্ণভাবে পীরের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

❁ হযরত পাণ্ডবীর পীর ও মুর্শিদ হযরত আঁখী সেরাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা এখানে সেখানে প্রায় ঘোড়ার পিঠে চড়ে গৌড় পাণ্ডয়া এলাকার ধারে পাশে ও দূর দূরান্তে সফর করতেন। আর পাণ্ডবী সাহেবকে তাঁর পেছনে পেছনে ছুটে চলতে হতো। শুধু কি তাই ? পীর ও মুর্শিদের জন্য গরম গরম

খাবারে ভর্তি ডেকচি হযরত পাণ্ডুবী সাহেবকে মাথায় নিয়ে পীরের সাথে সাথেই যেতে হতো। এই ভাবে সদা রান্না করা গরম খাদ্যদ্রব্যে ও সুরুয়ায় বা ঝোলে ভর্তি পাত্র সর্বদা মাথায় চাপিয়ে রাখার ফলে পাণ্ডুবী সাহেবের মাথার চুল পুড়ে গিয়ে 'টাক' পড়ে গিয়েছিল।

যাই হোক, হযরত পাণ্ডুবী সাহেব কিন্তু পীরের সেই কঠোর প্রশিক্ষণে ও কঠিন পরীক্ষায় কখনো পিছপা হননি। অভিজাত আত্মীয় সজনদের বাড়ির সামনে দিয়ে তাঁদের মুখোমুখি তাঁকে অনেকবারই পীরের ঘোড়ার পেছনে পেছনে গরম হাঁড়ি মাথায় নিয়ে ছুটে ছুটে যাওয়া-আসা করতে হয়েছে। কিন্তু তাতে তিনি কখন লজ্জা বা সঙ্কোচবোধ করেননি। কেউবা তাকে পাগল ভেবে তাঁর দিকে চেয়ে হাসছে, কেউ বা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে জর্জরিত করার চেষ্টা করেছে, আবার কেউবা তাঁর কষ্ট দেখে মায়ায় মমতায় হাউ হাউ করে কেঁদেছে। কিন্তু তিনি নিজের প্রবৃত্তিকে এমন ভাবে বিনষ্ট করে ছিলেন যে, কোনদিন কোনদিকেই তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি। স্বেচ্ছায় তিনি তাঁর পীরের কাছে আত্মসমর্পণ করে এই দুঃখ দারিদ্র্য ও আত্মত্যাগ করণ করে নিয়েছেন। তাঁর মনোবল ছিল এমনই শক্ত যে, কোন বাধা বিঘ্নই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি, সংকল্পে বাস্তবিকই তিনি ছিলেন দৃঢ়, আবার পীরের প্রতি প্রেম ও আস্থাও ছিল তার অপারিসীমা। তাই সত্য সত্যই অবশেষে তিনি এক দিন সফল হলেন, সাধনায় লাভ করলেন পরিপূর্ণ সিদ্ধি। হযরত আঁখী সেরাজ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি একদিন মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ দান করলেন অমূল্য রত্ন "ফকিরী; তাঁকে পরিয়ে দিলেন 'খিরকা' হাতে ধরিয়ে দিলেন 'খেলাফত নামা'। (তাযকেরায়ে মাশায়েখে পাণ্ডুয়া)

মূল কথা হযরত আলাউল হক পাণ্ডুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আতি বিদ্যা বুদ্ধিমান এবং ধনাঢ্য ও সেই যুগের এক উজিরের পাত্র হওয়া সত্যেও নিজের প্রবৃত্তিকে এমন ভাবে বিনষ্ট করেছেন যে, আজ প্রায় সাতশত বছর পূর্বে তিনি ইহকাল ত্যাগ করে পরকাল গমন করেছেন তবও চারিদিকে এখনও তাঁর নাম খ্যাত আছে, আর ইনশাআল্লাহ কেয়ামতের সকাল আবদি থাকবে।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়েছেন, আমি তোমাকে হুকুম

করছি, তুমি প্রবৃত্তির সাথে জেহাদ করো। কেননা প্রবৃত্তিই সকল নিকৃষ্ট ও মন্দ কর্মের উৎস, সৎ কর্মের শত্রু।

❁ জেহাদ দুই প্রকার ঃ (১) প্রকাশ্য জেহাদ, (২) গোপনীয় জেহাদ মুসলমানদের প্রকাশ্য জেহাদ করতে হয় কাফের যালেম ও তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে। আর গোপনীয় জেহাদ করতে হয় রুহ তথা নফস বা প্রবৃত্তি ও শয়তানের বিরুদ্ধে। এ জেহাদ মোমিন মুসলমানের স্বপক্ষীয় সৈন্য হল তাঁর ঈমান ও রুহ। মনে প্রাণে এ জেহাদে নামলে স্বপক্ষীয় সৈন্যদ্বয়কে সাহায্য করেন স্বয়ং আল্লাহ পাক।

নফসেব জেহাদ

হযরত যুন্নুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দশ (১০) বৎসর ধরে কোন সুস্বাদু খাদ্য আহার করেননি। নফস বা প্রবৃত্তির কাছে পরাজয় স্বীকার না করে তিনি তার সঙ্গে প্রতি দ্বন্দ্বীতা করতেই থাকেন, যে আমি নফসের কথা কোন মতেই শুনব না। একবার পবিত্র ঈদ মোবারকের রাত্রীতে হৃদয় পরামর্শ দিল, আগামী কাল ঈদের দিন, সেই দিনে সুস্বাদু খাবার খাওয়া যেতে পারে। তিনি আবার বলেন হে হৃদয় শোনো! তোমাকে আগামী কাল সুস্বাদু খাবার দেব, তবে একটি শর্ত রয়েছে দুই রাকাত নামাযে সম্পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ খতম করবো। যদি তুমি সম্মতি দিয়ে এই কর্মটিকে সম্পূর্ণ কর তবে আগামী কাল সুস্বাদু খাবার আহার করতে পাবে। সুতরাং তিনি অন্তর শুদ্বির সহিত দুই রাকাত নফলে সম্পূর্ণ ক্বোরআন পাক খতম করেন। অতঃপর দ্বিতীয় দিন (ঈদ মোবারকের দিন) সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করা হল দস্তর খানায় বসে লোকমা (গ্রাস) উঠিয়ে মুখে দিবেন এহনাবস্থায় হটাৎ করে যেন হাতে তুলা লোকমা টিকে রেখেদিলেন, আহার করলেন না। জিজ্ঞেস করা হল হুযুর! আপনারই নির্দেশে সুস্বাদু খাবার তৈরী করা হল, দস্তর খানা লাগানো হল, খেতেও বসলেন কিন্তু হঠাৎ কি হয়ে গেল যে আহার করলেন না। তিনি উত্তরে বললেন আমি যখন সেই সুস্বাদু খাবার মুখের নিকটে নিয়ে গেলাম তো আমার নফস বলে উঠল দেখলে! দশ বছর পরেই ঠিক, আমার প্রবৃত্তি তো পূর্ণ হল।

আমি তখনই বললাম যদি এই রূপ হয় তবে আমি তোমাকে কখনও লাভবান হতে দিবনা বলে সেই হাতের লোকমাটিকে রেখে দিলাম, আহার করলাম না। আর প্রতিজ্ঞা করলাম যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কাছে হার না মানবে সুস্বাদু খাবারই আহার করব না। সুতরাং হঠাৎ করে দেখা যায় এক অজানা ব্যক্তি হাতে সুস্বাদু খাবারের পাত্র নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলে, হুযুর গত রাত্রে এই সুস্বাদু খাবার আমি নিজের জন্য তৈরী করেছিলাম কিন্তু স্বপ্নযোগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উপস্থিত হলেন, আর বললেন আজকের মত ক্বেয়ামতের দিবসেও যদি তুমি আমাকে দেখতে চাও তো এই সুস্বাদু খাবার যুন্নুন মিসরীর নিকটে নিয়ে যাও আর তাকে বল, মোহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, ক্ষণিকেরজন্য নফসের সাথে সমাধান করে এই সুস্বাদু খাবার থেকে কিছু আহার করে নাও। হযরত যুন্নুন মিসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই সুসংবাদ শোনা মাত্র আন্তরীক প্রেমে আরও উত্তপ্ত হয়ে ঝুমে উঠলেন আর অবিলম্বে সেই সুস্বাদু খাবার আহার করতে লাগলেন। (ফায়যানে সুন্নাত)

প্রবৃত্তির বিরোধিতা করলে রহমত বর্ষণ হয়।

হযরত হাসান বাসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মানুষের মনে প্রত্যেক ব্যাপারে দ্বিমুখী কল্পনা ও চিন্তা সৃষ্টি হতে থাকে। তার একটি হল আল্লাহর প্রদত্ত। দ্বিতীয়টি হল শয়তানের শঙ্কা। কিন্তু এ দ্বিমুখী চিন্তাকে যদি কোন মানুষ এভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে যে, আল্লাহ প্রদত্ত চিন্তা অনুসারে সে তার সকল কর্মকান্ড পরিচালিত করে আর শয়তানের পক্ষে হতে সৃষ্ট সকল চিন্তা ও কল্পনা হতে সে বিরত থাকে, তবে এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ পাকের অপার রহমত বর্ষণ হয়। মহান আল্লাহ পাকের বানী "অমিন শাররিল অসওয়াসিল খান্নাস"– এর ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শয়তান বান্দার মনে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু বান্দা যখন তার প্রতিপালককে স্মরণ করে তখন শয়তান দূর হয়ে যায়। আর যখন সে আল্লাহর যিকিরে অমনযোগী হয়ে পড়ে, ঠিক সে মুহুর্তেই শয়তান আবার তার অন্তরে এসে মেঘের মত আশ্রয় গ্রহণ করে।

সুগন্ধময় মানুষ

বাসরা শহরে 'মিসকী' নামে এক জন বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর শরীর থেকে সর্বদা সুগন্ধ ছুটত যে পথদিয়ে চলাচল করত সে পথও তাঁর সুগন্ধতে সুগন্ধময় হয়ে যেত, তিনি মসজিদে প্রবেশ করলে লোক জন না দেখেই জেনে যেত, যে, হযরত মিসকী উপস্থিত হয়ে গেছেন।

একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল হুযুর আপনি কি আতর ব্যবহার করছেন? যে তার এত সুগন্ধ। তিনি বললেন আরে আমি আতব গোলাপ কিছুই ব্যবহার করিনা, প্রশ্নকারী বলল তবে হুযুর এত সুগন্ধের উৎস কী ? তিনি বললেন, ও সব ছাড় প্রশ্নকারী না মানায় তিনি বললেন এর পিছনে একটি অলৌকিক ঘটনা রয়েছে, আমি বোগদাদ শরীফের বসবাসকারী, আমার পিতা আমাকে দ্বীনে ইসলামের নিয়ম অনুসারে লালন পালন করেছেন। যৌবনে আমি অধিক সৌন্দর্যময় ও সুন্দর ছিলাম। আর একটি বস্ত্রালয়ে কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত ছিলাম, একদিন দোকানে এক বৃদ্ধা নারী এসে কিছুটি কাপড় পছন্দ করে মালিককে বলল, এই কয়েকটি কাপড় আমি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই এই যুবককে আমার সঙ্গে দিয়েদেন। যেটি পছন্দ হবে রেখে নিব আর বাকি কাপড় এবং তার টাকা এই যুবকের হাতে দিয়ে দিব।

দোকানদারের নির্দেশানুসারে আমি সেই বৃদ্ধা নারীর সঙ্গে হয়ে গেলাম যেতে যেতে সে আমাকে এক বালাখানায় নিয়ে গিয়ে তার একটি ছোট কামরায় বসাল। কিছুক্ষণ পরেই সেই কামরায় এক যুবতী নারী ঢুকেই দরজার খিল লাগিয়ে দিয়ে আমার অতি নিকটে বসে পড়ল। তা দেখে আমি লজ্জায় পানি পানি হয়ে দূরে সরে বসলাম, কিন্তু সে নফসের প্রবৃত্তিতে উত্তেজক হয়ে পড়ে ছিল। আমার পিছে পড়ে গেল, আমি তাকে অনেক বুঝালাম, যে, দেখ এই বন্ধ ঘরে কেউ দেখুক বা নাইদেখুক সেই জন আল্লাহ পাক সর্বাক্ষণ জাগ্রত। তিনি সব কিছুই দেখছেন তাঁকে ভয় কর। কিন্তু সে কোন মতেই বুঝলনা। শেষ পর্যন্ত আমার মস্তস্কে তাথেকে বাঁচার একটি পথ ভেসে আসল, আমি বললাম আমাকে শৌচালয় যেতে দাও সে আমাকে শৌচালয়ে যেতে

অনুমতি দিয়ে দিল। আমি সেখানে গিয়ে হৃদয়কে দৃঢ় করে সর্ব শরীরে ময়লা মেখেনিলাম। সে নারী আমাকে এই অবস্থায় দেখে পাগল পাগল বলে চিৎকার করে উঠল। আমি মোকা পেয়ে সেখান থেকে পালায়ন করে এক বাগানে ঢুকে পড়লাম, সেখানে গোসল করে পাকসাফ হয়ে বাড়ি ফিরলাম।

রাত্রী বেলায় যখন ঘুমালাম তো স্বপ্ন যোগে দেখলাম যেন কেউ আমার চেহরায় এবং পোশাকে হাত ফেরাচ্ছে, আর বলছে তুমি কি আমাকে জান আমি কে? শুন আমি জিব্রাঈল, যখন আমার ঘুম ভাঙ্গল তো আমার সমস্তা শরীর এবং পোশাক থেকে সুগন্ধ ছুটছে যা আজ পর্যন্ত উপস্থিত আছে। (ফায়যানে সুন্নাত)

প্রিয় মুসলমান নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রনে রেখে গুনাহ থেকে বাঁচার পরিনাম আল্লাহ পাক হযরত মিসকী রাহমাতুল্লাহি আলাইকে এই দুনিয়াতেই দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিকে যে নফসের প্রবৃত্তিকে বিনষ্ট করবে তার জন্য স্বয়ং জান্নাত রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ পাক এরশাদ করেন।

وَاَمَّامَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاوٰى

অর্থাৎঃ– আর সেই ব্যক্তি, যে আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবার ভয় করেছে এবং নফসকে (মনকে) কু-প্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে, তবে নিঃসন্দেহে জান্নাতই তার ঠিকানা। (৩০পারা সূরা আন নাযিআর ৪০ আয়াত)।

ইমামের অনুসরণে ক্বেরাতের হুকুম

এই বইটিতে ক্বোরান, হাদীস, ইজমা, ক্বেয়াস এবং যুক্তি দ্বারা অকাট্য ভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে ইমামের পিছনে ক্বেরাত নিষেধ। অবিলম্বে ক্রয় করে ধন্য হন।

অবিলম্বে তাওবা করুন

প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তিকেই তাওবা করা উচিত। কেননা, কেউই গুনাহ হতে মুক্ত নয়। যদি কোন লোক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর দ্বারা গুনাহকরা হতে বেঁচে থাকে কিন্তু তার অন্তর দ্বারা অবশ্যই গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে। আর যদি সে অন্তরের গুনাহ করা হতে বেঁচে থাকে তাহলে শয়তানের কুমন্ত্রনা হতে সে নিজেকে বাঁচাতে পারেনা। কেননা, শয়তান সদাসর্বদা মানুষের পিছনে লেগে থাকে। সে মানুষকে আল্লাহ হতে গাফেল করে রাখে, নানা ধরণের কুমন্ত্রনা দিয়ে থাকে। আর যদি কোন লোক শয়তানের প্ররোচনা হতেও বেঁচে থাকে তবে আল্লাহ পাকের সিফাত, গুণ বৈশিষ্ট্য, ও কর্ম কান্ড জানার ব্যাপারে নিশ্চয় সে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়ে ফেলে।

আর হাদীস শরীফে আছে। মানুষ তার গুনাহের কারণে রিযিক ও জীবিকা হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে যে, ব্যভিচারের পাপের কারণে দারিদ্র্য ও অভাব নেমে আসে। কোন কোন খোদা ভীরু, অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যদি তোমার জীবনে তুমি অভাব অনটন এবং দুঃখ দুর্দশা ও চিন্তা ইত্যাদি দেখ তাহলে মনে করবে আল্লাহর কোন হুকুম তুমি অমান্য করেছ এবং নফসের প্রবৃত্তির আনুগত্য করেছ। যখন কোন মানুষ তোমার বিরুদ্ধে সমালোচনা করবে এবং তোমার উপর হাত বাড়াবে, তোমার জান-মাল ও পরিবার পরিজনের উপর নানা রকম রোগ ব্যাধির কারণে বিপর্যয় নেমে আসে তাহলে মনে করবে যে, তুমি আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন কাজ করেছ। কারও হক নষ্ট করেছ। নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেছ। তরীকতের আদব ভূলেগিয়েছ। আর যদি মনের দুশ্চিন্তায় পড়ো তবে মনে করবে যে, তুমি তাকদীরে এলাহী ও আল্লাহর ফ্যাসলার উপর আপত্তি করেছ এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির বিপরীত কাজ করেছ। তুমি আল্লাহর কাজের মধ্যে বান্দাকে শরীক করেছ। আল্লাহর প্রতি তোমার ভরসা নেই।

সুতরাং তাওবাকারী বান্দা যখন এই বিষয়ের উপর চিন্তা-ভাবনা করবে, তখন তার অন্তরের মধ্যে অনুতাপ ও লজ্জাবোধ জাগবে। অন্তরে

এক বিশেষ ধরণের দুঃখ ব্যথা সৃষ্টি হবে। যখন কোন মানুষ অনুভব করবে যে, তার আকাংক্ষিত বস্তু তার আয়েত্তের বাইরে চলে গিয়েছে তখনই তার অন্তর দুঃখে বেদনায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। আর তখনই তার অন্তর হতে কান্নার রোল ও আহাযারী বের হয়ে আসে। তখন সে বলে, যে কাজ আমাকে এভাবে বিপন্ন করেছে যা আমার জন্য বিষের পিয়ালা পরিপূর্ণ করে আমার মুখের সামনে ধরেছে যা অগ্নি ও উত্তপ্ত অগ্নিকুও অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক, সে কাজ আর কখনও করবেনা।

মহান আল্লাহ পাক যদি পাপ ও গুনাহ গুলো সৃষ্টিই না করতেন, তবে তা কতইনা ভাল হত! অনেক নফসের প্রবৃত্তি এমন আছে যার স্বাদ ও মুখভোগ অতি সামান্য সময়ের জন্য হয় কিন্তু এর কারণে অনেক লোক আন্তর অনলে দগদ্ধি ভূত হয়। মোট কথা পাপ ও গুনাহের স্বাদ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু এর দুঃসহ আযাব ভোগ করতে হয় অনন্তকাল ধরে।

তাওবার তাৎপর্য

আল্লাহ পাক বলেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا تُوْبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا

অর্থাৎঃ– হে মোমিনগণ! আল্লাহর নিকট এমন তাওবা করো। যা আগামীর জন্য উপদেশ হয়ে যায়। (২৮ পারা, সূরা তাহরীম ৮ আয়াত)।

বস্তুতঃ আরবী ভাষায় তাওবা শব্দের অর্থঃ ফিরে আসা বা প্রত্যাবর্তন করা। আমরা যখন বলি অমূক ব্যক্তি তাওবা করেছে, তখন তার অর্থ এই হয় যে, সে ঐ কাজ হতে ফিরে এসেছে। শরীয়তের পরিভাষায়ঃ– তাওবার অর্থ হল, মন্দ কাজ হতে ফিরে এসে নেক কাজের দিকে ধাবিত হওয়া। পাপ সম্পর্কে এ ধারণা সৃষ্টি করবে যে, পাপ বর্জন করা আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও জান্নাতে প্রবেশ করার উপায় উপকরণ। সুতরাং আল্লাহ পাক বলেন।

وَتُوْبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎঃ– হে মোমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারো। (সূরা নূর, ৩১ আয়াত)।

তাওবায়ে নাসূহা

আল্লাহর জন্য খালেস বা এক নিষ্ঠ তাওবা করা। যে তাওবার মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্যের মিশ্রণ থাকেনা অর্থাৎ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা যেখানে কোন নফসের প্রবৃত্তি থাকবেনা। এমন নয় যে, প্রকাশ্য ভাবে সে তাওবা করল আর অন্তরে গুনাহের প্রবৃত্তি (ইচ্ছা) রাখল। নিজের নফসকে কখনও গুনাহ ও পাপ কার্জের প্রতি সাহস ও উৎসাহ দিবে না। যদি গুনাহ ত্যাগ করে, তবে সে শুধু আল্লাহর জন্যই ত্যাগ করবে। যেমনিভাবে পাপ করার সময় নফসের প্রবৃত্তিতেই করা হয়েছিল তখন তা বর্জন করার সময় শুধু আল্লাহর জন্য ত্যাগ করবে যেন তার শেষ সময় ও মৃত্যু নেকীর উপর হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাওবা ঠিক থাকে।

হযরত হাসান বাসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাওবার চারটি পিলার আছে। (১) মুখে তাওবা এস্তেগফারের শব্দোচ্চারণ করা, (২) গোনাহের কারণে মনে মনে লজ্জিত হওয়া, (৩) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপ হতে বিরত রাখা, (৪) মনে মনে সংকল্প রাখা, এমন পাপের কাজ আর করবেনা। তিনি বলেন, কৃত পাপ পুনরায় না করাই খাঁটি তাওবা।

তাওবার শর্তসমূহ

তাওবার জন্য তিনটি শর্ত আছে। **প্রথম শর্তঃ–** আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে যেসব কাজ করা হয়েছে সেই কাজগুলো সম্পর্কে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে অনুতাপ ও লজ্জাই তাওবা। এর লক্ষণ হল, অন্তর নরম ও বিনয়ী হওয়া

এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চোখ হতে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হওয়া।

হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ সাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন। যে, তোমরা তাওবাকারীদের সাহচর্য অবম্বন কর। কেননা, তাদের অন্তর কোমল ও নরম। তারা বিনয়ী। **দ্বিতীয় শর্তঃ–** সদা সর্বদা পাপ কাজ হতে বিরত থাকা। **তৃতীয় শর্ত** ঃ– কৃতপাপ ও গুনাহের পুনরাবৃত্তি না করা।

অসতী মহিলার তাওবা

এক গায়িকা খুবই সুন্দরী এবং অসতী ছিল। সে এক আসনের উপর সব সময় নাচানাচি করত। তার ঘরের দরজা সব সময় খোলা থাকত যে কেউ এ পথ দিয়ে যেত তার দৃষ্টি এ অসতী সুন্দরী মহিলার প্রতি পড়ত, পরিণামে সে মেয়েটির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত। সেও দশ দিনার ছাড়া আসক্ত পুরুষকে তার কাছে যেতে দিতনা। এক দিন এক ইসরাঈলী আল্লাহভক্ত লোকের দৃষ্টি উক্ত অসতী গায়ীকা মহিলার উপর পড়ে। তিনি ও এ মহিলার উপর আসক্ত হয়ে পড়েন। নিজের প্রবৃত্তির সাথে যথেষ্ট লড়াই সংগ্রাম করেন। অবশেষে এ মহিলার আসক্তি তার মন হতে বের হয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন, কিন্তু উক্ত অসতী নারী আবেদের মনের উপর এমন গভীর প্রভাব ফেলে যা কিছুতেই দূর হচ্ছিলনা। অতএব, আবেদ চিন্তা করলেন, নিজের সব আসবাব পত্র বিক্রি করে যা পাওয়া যায়, তা দিয়ে উক্ত মহিলার নিকট যাবেন। সুতরাং আবেদ ভাবনা মতই কাজ করেন। তিনি টাকা পয়সা নিয়ে মহিলার নিকট উপস্থিত হলে সে বলল, টাকা পয়সা আমার প্রতিনিধির নিকট জমা দাও এবং অমুক সময় এস, অতএব আবেদ মহিলার কথানুযায়ী টাকা পয়সা তার প্রতিনিধির কাছে জমা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে যান। মহিলাটি তখন সুসজ্জিত হয়ে আসনে বসে ছিল। আবেদ ও আসনের উপর মেয়েটির পাশে বসেন এবং তার সাথে মন ভুলানো কথাবার্তা বলতে থাকেন। হঠাৎ আবেদের উপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়। পূর্ব এবাদত অনুগতর

বিনিময়ে আল্লাহ পাক তাঁকে মন্দ কাজ হতে বাঁচালেন। তা এভাবে আবেদের মনে আসল যদিও আমি মানুষের চোখ হতে লুকায়িত আছি, কিন্তু আল্লাহ তো আমাকে দেখছেন। সুতরাং আমি যদি অবৈধ কাজ করি তবে আমার পূর্বকৃত সব ভাল কাজ বাতিল হয়ে যাবে। এ খেয়াল আসতেই আল্লাহর ভয়ে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। মহিলাটি আবেদের অবস্থা বুঝতে পারল। সে জিজ্ঞেস করল, তুমি কারও ভয় করছ কি ? আবেদ জবাব দেন, আমি আল্লাহ পাকের ভয় করছি। আমাকে অনুমতি দাও, অতি সত্ত্বর এখান থেকে চলে যাই। মহিলা বলল, তোমার জন্য পরিতাপ্ত। যে সুযোগ তুমি লাভ করেছ কিছুলোক এটা কামনা করেও পায়না। আর তুমি সে সুযোগ পেয়েও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ। কেন তোমার এ মুখ ফিরানো। আবেদ জবাব দেন, আমি আল্লাহ কে ভয় করি। যে টাকা কড়ি আমি তোমার প্রতিনিধির নিকট জমা দিয়েছি তা তোমার জন্য বৈধ। আমি চলে যাচ্ছি। মহিলা বলল তুমি মনে হয় কখন এ বস্তুর স্বাদ পাওনি। আবেদ জবাব দেন, হ্যাঁ ব্যাপার তাই, সে বলল তুমি কোথায় থাক তোমার নাম কী ? জবাবে আবেদ তাঁর পুরা নাম ও ঠিকানা বলেদেন। রমনী আবেদকে চলেযেতে অনুমতি দেয় আর নিজের অবস্থার উপর কান্নাকাটি করতে করতে সেখান থেকে চলে যায়।

আবেদের কারণে আল্লাহর রহমতে উক্ত মহিলাটির মাঝে আল্লাহর ভয় প্রবল হতে থাকে। সে ভাবল, উক্ত আবেদ তো প্রথম অপকর্মের ইচ্ছাই পোষণ করেছিল, কিন্তু আল্লাহকে ভয় করে সে অপকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখে আর আমি দীর্ঘকাল যাবত অপকর্ম করে চলেছি অদ্যাবধি আমার মাঝে আল্লাহর ভয় জাগেনি। আমর তো উক্ত আবেদের চেয়ে আল্লাহকে আর ও বেশী ভয় করা উচিত। এ খেয়াল আসতেই সে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে এবং ছেঁড়া ফাটা পুরাতন কাপড় পড়ে নেয়। মানুষকে তার কাছে আসতে নিষেধ করে দেয় অতঃপর যতটুকু সম্ভব আল্লাহর এবাদতে লেগে থাকে। এভাবে কিছু দিন কাটার পর তার মনে আসল আমি উক্ত আবেদের কাছে গেলে হয়ত তিনি আমাকে বিবাহ করতে পারেন আর আমিও তাঁর সন্নিধানে থেকে দ্বীনধর্মের আমল শিখতে পারব। আবেদ আল্লাহর পথে চলে আমাকে সাহায্য করবেন।

অতএব, সে নিজের মালপত্র এবং গোলাম সহ আবেদের ঠিকানা জিজ্ঞেস করে তার গ্রামে চলে গেল। আবেদের কাছে উপস্থিত লোকেরা বলল, এক মহিলা আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে। আবেদ বাইরে আসেন। মেয়ে লোকটি আবেদকে চিনে মুখের উপর হতে নেকাব সরিয়ে ফেলে, আবেদ তাকে চিনে ফেলেন এবং তাঁর পুরাতন ঘটনা মনে হয়। ঘটনা স্মরণ আসা মাত্রই আবেদ জোরে চীৎকার মেরে মারা যান।

এবার মেয়েলোকটি বলতে লাগল আমি তাঁর খোঁজে অতি কষ্টে তার বাড়ী পর্যন্ত এসেছি আর তিনি আমাকে দেখেই মৃত্যু বরণ করলেন। অতঃপর সে জিজ্ঞেস করল, আবেদের বংশের এমন কেউ কি আছে যে আমাকে বিবাহ করতে পারে ? লোকেরা বলল, আবেদের এক নিঃস্ব গরীব ভাই আছেন। তার ধন সম্পদ বলতে কিছুই নেই। মেয়ে লোকটি বলল, তাতে কিছু আসে যায় না। জীবন নির্বাহ করার মত সম্পদ আমার কাছে আছে। অতএব, মেয়েটি আবেদের ভাইয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

স্বেচ্ছায় শাস্তিভোগ

মুসলিম শরীফে রয়েছে জুহায়না গোত্রের এক মহিলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত হয়। ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ায় তার গর্ভে অবৈধ সন্তান আসে, সে আরয করল হে আল্লাহর রাসুল। আমি হদের (শরয়ী দন্ডের) উপযুক্ত অপরাধ করেছি, আমার উপর হদ প্রয়োগ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তার অভিভাবক কে ডেকে বললেন, তাকে যত্নের সাথে তোমাদের তত্ত্বধানে রাখ, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর আমার কাছে নিয়ে এসো। যথাসময়ে তাকে নিয়েআসার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এর হুকুমে তার উপর হদ প্রয়োগ করা হয়। অতঃপর হুযুর তার জানাযা পড়েন।

হযর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আরয করলেন হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার জানাযা পড়লেন অথচ সে যেনা করেছে ? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বললেন ওহে ওমর! মহিলাটি এমন তাওবা করেছে, তা মদীনার প্রচুর সংখ্যক লোকদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হলে সকলের জন্যই যথেষ্টে হবে, তোমার নজরে কি এমন তাওবাকারী এসেছে যে আল্লাহর জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে ?

উপদেশমূলক দৃষ্টান্ত

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁর সাহাবা ও অনুসারীগণকে নিয়ে কোন এক ময়দানে অবতরণ করলেন যেখানে বহু দূর পর্যন্ত কিছুই দেখা যায়না। তিনি তাঁর সহাচরগণকে কাষ্ঠ (জ্বালানী) সংগ্রহ করার নির্দেশ দিলেন। সাহাবাগণ বললেন, এখানে কোথা হতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করব এখানে তো কোন কিছুই চোখে পড়েনা। তিনি বললেন যা নযরে আসে তাকে হেয় মনে করনা। যা পাও উঠিয়ে নিয়ে আস। অতঃপর সকলে মিলে কাষ্ঠ (জ্বালানীর) সন্ধানে বের হয়ে গেলেন। যেখানেই ছোট ছোট লকড়ী পেল তাই উঠিয়ে নিয়ে আসল। সকলে এভাবে লকড়ী সংগ্রহ করার পর লকড়ীর স্তুপ হয়ে গেল। তখন হুযুর সাহাবাগণকে লক্ষ্য করে বললেন দেখ ক্ষুদ্র বস্তু একত্রিত হয়ে কিভাবে স্তুপ হয়ে গিয়েছে ? এমন ভাবে কবীরা সগীরা গুনাহ মিলে গুনাহের বিশাল স্তুপ হয়ে যায়।

শুন হে মন ও জন !

তুমি দুনিয়ার নেয়ামত ও ভোগ বিলাসের উপর গর্ব ও অহংকার কর। এ কথা হতে তুমি একবারেই অমনোযোগী যে, তোমার পূর্বে তোমারই মত ভোগ বিলাসে যারা মগ্ন ও ডুবে ছিল তারা সকলেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।

তুমিও তাদের মত একদিন এই অস্থায়ী দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যাবে। অফুরন্ত ধনসম্পদ ও রাজের অধিকারী ফেরাউন, কারুন, নমরুদ, শাদ্দাদ, আদ, ক্বায়সার ও কেসরা প্রমুখের কী অবস্থা তারা আজ কে কোথায় ? সকলেই দুনিয়া হতে বিদায় হয়ে গেছে। সকলেই তো কালের করাল গ্রাসে বিলীন হয়েছে। তাদের কেউ কালের গ্রাস হতে রক্ষা পায়নি। শয়তান তাদের কে আল্লাহর পথভূলিয়ে রেখেছিল।পার্থিব ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্যের মোহে তারা হয়ে পড়ে ছিল বন্দী। তাদের চোখের উপর ফেলে দিয়ে রেখেছিল আরাম ঐশ্বর্যের পর্দা। কিন্তু যথা সময়ে তাদের সম্মুখে এল মৃত্যু। মুহূর্তে সবকিছুর মায়া-মোহ ও বন্ধন ছিন্ন করে বিদায় গ্রহণে বাধ্য হতে হয়েছিল। মুহূর্তেই চক্ষু বন্ধ হয়ে গেল। চিরকালের জন্য পরকালে পড়ি জমাতে হল। তাদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেল। ধোন-দৌলত শেষ হয়ে গেল। আরাম আয়েসের যাবতীয় উপায় উপকরণ ছিনিয়ে নেয়া হল। যে সমস্ত প্রসাদ তারা মজবুত করে বেধে ছিল সে সব প্রসাদ হতে তাদেরকে বের করে দেয়া হল। তাদের রাজত্ব ও ধন-দৌলতের উপর তারা যে গর্ব করত এর বিনিময়ে তারা এখন পেল অশেষ লাঞ্ছনা ও অপমান। তাদেরকে যে সাম্রাজ্য ও রাজত্ব দেয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। যে আমানত তাদের মাথায় অর্পিত হয়েছিল, এর জন্য তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। তারা যে সব বিষয়ে অস্বীকার করত সেই সবগুলোই তারা এখন হাতে-নাতে পাবে অর্থাৎ নানা প্রকার আযাব ও শাস্তি ভোগ করবে। এসব লোকদের এসব দৃষ্টান্ত দেখে শুনে কি তোমাদের ধারণা পরিবর্তন হচ্ছেনা ? কিছু সময় পূর্বেই তো তারা রাজ্যের সাম্রাজ্যের রাজ প্রসাদের মালিক ছিল। আবার একটু পরেই তাদেরকে সব কিছু হতে বঞ্চিত করা হল। যারা আল্লাহর বান্দাদের প্রতি অত্যাচার যুলুম

চালাত গরীব ও দুর্বলদের প্রতি অনাচার করত পিঠে লাঠি ভাঙ্গত কিন্তু এখন সে অত্যাচারী জুলমবাজেরা গেল কোথায় তাদের অপকর্ম শেষ হয়ে গেছে। এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর বুকে তারা যা অর্জন করেছে এ দুনিয়ায় তারা যে ঝগড়া বিবাদ করত, এক অপরের হক নষ্ট করত, এর ফলে আল্লাহ পাকের দরবারে তাদেরকে কঠোরভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তারা পৃথিবীতে

যেমন ভাবে অপরকে অন্যয়ভাবে বন্দী করত, সেখানে মানুষকে কঠিন শাস্তি দিত। তাদেরকে অনুরুপভাবে শাস্তি ও আযাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাক তাদেরকে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। তাদের হাত-পায়ে দোযখের আগুনের বেড়ী ও আগুনের জুতা পরান হয়েছে। তাদের মুখমন্ডল কালো করে দেয়া হয়েছে। 'জাক্কুম' ও 'দারীই' তাদের একমাত্র খাদ্য নির্ধারিত করা হয়েছে যা এক প্রকার কাঁটা ও তিক্ত। পান করার জন্য তাদেরকে দেয়া হয়েছে উত্তপ্ত ও ফুটন্ত পানি। দ্বিতীয়বার যখন পিপাসা লেগেছে তখন তাদের পান করার জন্য দেয়া হয়েছে জাহান্নামীদের জখম হতে নির্গত পূঁজ।

মোট কথা, যারা অতীত হয়ে গিয়েছে তাদের অবস্থা কি তোমাদের জন্য উপদেশ হয় না ? যারা এখনই দেশ ও সম্পদের মালিক ছিল এখনই তাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে।

পরিশেষে হে প্রিয় মুসলমান ভইয়েরা! তোমরা তাদের এই অবস্থার কথা চিন্তা করে নিজের কল্যাণ সাধনের লক্ষে এখনই তাওবা কর। আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী আমল করতে থাক এবং সেই কঠিন অবস্থার শিকার যাতে না হতে হয় সেভাবে চল। সকল কাজে ও বিষয়ে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। সেই পাপিদের ন্যায় মন্দ আমল করনা। তাদের পথ অবলম্বন ও অনুসরণ করনা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে খাঁটি তাওবা করে সত্য ও সঠিক পথে চলার শক্তি ও তৌফীক দান করুন এবং নিজ হাবীবের অসীলায় সোজা ও সরল পথে অটুট রেখে ঈমানের সহিদ মৃত্যু দেন। আমীন বিজাহে সায়্যেদিল মুর্সালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম।

ইতি–

মোঃ আব্দুল আযীয কালিমী
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা।
২, রমযান ১৪৩৬ হিঃ
২০ জুন ২০১৫ খ্রীঃ রোজ শনিবার।

হামদ

শত শত বার শুকুর খোদার, বলগো সবাই আলহামদুলিল্লাহ
হয়েছি উম্মত নবী মুস্তাফার, বলগো সবাই আলহামদুলিল্লাহ।
দুই জগতের রহমত করে পাঠালেন খোদা আরবের বুকে
নবীজি মোদের রহমতের ভান্ডার, বলগো সবাই আলহামদুলিল্লাহ।
পাহাড় ও পর্বত কীট পতঙ্গ জমিন ও আকাশ চন্দ্র ও সূর্য
সবাই তো মানে হুকুম তাহার, বলগো সবাই আলহামদুলিল্লাহ।
কেউ গিয়েছেন তুর পাহাড়ে কেউ থেমেছেন সিদরাতে গিয়ে
নবীজি গেছেন আরশে খোদার, বলগো সবাই আলহামদুলিল্লাহ।
নবী হয়েও হযরত ঈসা দরবারে খোদার করেন আকাঙ্খা
নবী মুস্তাফার উম্মত হওয়ার, বলগো সবাই আলহামদুলিল্লাহ।
নবীকে পেয়ে পেয়েছি ঈমান আর পেয়েছি হাদিস ও ক্বোরআন
পেয়েছি সন্ধান আল্লাহ তাআলার, বলগো সবাই আলহামদুলিল্লাহ।
আযীয বলে দেখিলাম ফিরে সারা জগতে যা কিছু আছে
সবি হয়েছে সদক্বাতে তাহার, বলগো সবাই আলহামদুলিল্লাহ।

নূর নবীজী

নূর নবীজীর মারতাবার নাইগো সীমানা
ফিরে দেখো সারা জগৎ তারই সব দিওয়ানা
করেন খোদা সৃষ্টি আপন নূর থেকে
মানুষ রুপে পাঠালেন আরবের বুকে
যার নূরেতে আলোকিত আজ হয় যামানা। .....ঐ
আবু জেহেল বলে কী আছে মোর হাতে
ঈমান নিয়ে আসবো যদি পার বলতে
পাথর হাতে কলেমা পড়ে দেয় নবীর ঠিকানা।

বাদল করে ছায়া রোদ না লাগে গায়ে
পাথর হয়ে যায় মোম, ব্যাথা না হয় পায়ে
সূর্য ফিরে আসে দেখো চাঁদ ফাড়ে সিনা।
দুঃখ কষ্ট বিপদ সবই দূরে যাবে
ধন্য হবে জীবনে পূর্ণ আশা হবে
যদি করোগো চরণ তলে আযীযের ঠিকানা।

নূর বানকে আয়া হ্যায়

কাউন দাহরে যুলমাতমে নূর বানাকে আয়া হ্যায়
আজ জিনকি রৌশনি মে হার তারাফ উজালা হ্যায়।

বার গাহে আক্বা পে ঝুক পাড়ে হ্যায় পেড় পৌদে
কা'বা ভি লিয়ে তাযীম আপনা সার ঝুকায়া হ্যায়।

যুলমাতোঁ কি বারিশোঁ হার ঘাড়ি মে হোতি থি
রাহমাতোঁ কা বাদাল আজ আসমাপে ছায়া হ্যায়।

আমেনা কে ঘারমে আজ আমাদে মালায়েক হ্যায়
ইস যামিঁসে আরশ তাক কিয়া হি রাঙ লায়া হ্যায়।

কা'বা কি যামিনে ভি তাইবা কি যামিনে ভি
আপনে হি নাসিবোঁ পার কিয়াহি নায উঠায়া হ্যায়।

দোজাহাঁ মে জোকুছ হ্যায় সাব উনহি কা সাদক্বা হ্যায়
এই আযীয তুনে ভি সাব উনহিঁ সে পায়া হ্যায়।

ইয়ারোঁ দেদো দোয়া

ইয়ারো দেদো দোয়া মুঝকো দিলী পিয়ার সে
হোরাহা হুঁ জুদা মাঁয় সারে ইয়ার সে
রাতও দিন কাবিশ কি সাব তো বেকার থি
মালও দৌলাত সাব কুছ ধারি রাহ গায়ী
খালি হাত চালা আপনে ঘারবার সে।
বিনায়ী ভি গায়ী গোয়ায়ী ভি গায়ী
কোয়ী আ-যা মেরে কিসি কামকে নাহী
আজ বাহার হ্যায়ঁ সাব মেরে ইখতেয়ার সে।
আপনে আওলাদ পালে হ্যাঁয় বাড়ে পিয়ার সে
রিশতে নাতে নিভায়ে হ্যাঁয় বাড়ে পিয়ার সে
আজ মুহ মোড়ে সাব ইস দিলে যার সে।
আয়েশও ইশরাত মেঁ যিন্দেগী হ্যায় কাটি
নেকী মাঁয়নে কাভি যিন্দেগী মেঁ না কি
কাইসে বাচপাউঙ্গা রাব্বে আকবার সে।
তারিকী ক্বাবর মেঁ হোগী রৌশনী নাহী
বান্দ হো যায়েগী ডারসে ধাড়কান মেরী
কারনা দিলসে দোয়া রব্বে গাফ্ফার সে।
দুনিয়া কি উলফাতেঁ আবতো ছোড়ো আযীয
সাথ যায়েগী তেরে নাহী কোয়ী চিয
তোশা লেলো কুছ দ্বারে সানসার সে।

দুনিয়ার রঙ

নবীজি কর কারাম একবার নবীজি কর কারাম একবার
ধর্মের বিধান ছেড়ে রঙেছি রঙ্গেতে দুনিয়ার।

চারিদিকে ছেয়ে গেছে শত্রু ইসলামের
দুনিয়ায় থেকে যত্ন করা বিপদ ঈমানের
খোদা তা-আলার হাবীব তুমি রহমতের ভান্ডার। ঐ

চেয়ে দেখো টিভি সিডি ঘরে ঘরে চলে
মা আর বেটা, বাপ আর বেটি দেখে সবাই মিলে
কেন হবেনা তোমার ছেলে দুষ্ট দুরাচার। ঐ

ছেলের পোষাক মেয়ে পড়ে মেয়ের পোষাক ছেলে
নখে পালিশ ঠোঁটে পালিশ চাপে সাইকেলে
মাথা খুলে চুলটি ছেড়ে ফিরে হাট বাজার। ঐ

ছেলে-মেয়ে সবাইকে করে ভর্তি স্কুলে
খাবার থাকে বা না থাকে তাতে পয়সা ফেলে
মৃত্যু কালেও কলেমা জানেনা লাভ কি সে পড়ার। ঐ

অধম আযীয বলে হুযুর তোমার কদম ধরে
খোদার সামনে যাবার মত মুখ নেই গুনাহর তরে
দয়া করে সঙ্গে নিও হাশরে তোমার। ঐ